

## কবিতা

১০৩

## দুই বিঘা জমি

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

## ৩ কবিতাটির মূলকথা

দরিদ্র কৃষক উপেন অভাব-অন্টনে বন্ধক দিয়ে তাঁর প্রায় সব জমি হারিয়েছে। বাকি ছিল মাত্র দুই বিঘা জমি। সেটাও জমিদারের কুটচালে হারিয়ে উপেন পথে পথে ঘোরে। একদিন চির-পরিচিত গ্রামে সে ফিরে আসে। সে লক্ষ করে তার ছেট বেলার সৃতি-বিজড়িত সেই আম গাছটি এখনও আছে। সেই আম গাছের ছায়াতলে বসে ক্লান্ত-শ্রান্ত উপেন পরম শান্তি অনুভব করে। হঠাৎ বাতাসের ঝাপটায় দুটি পাকা আম পড়ে তার কোলের কাছে। আম দুটিকে সে জননীর মেহের দান মনে করে গ্রহণ করে। বিস্তু তখনই ছুটে আসে মালি। উপেনকে সে আম-চোর বলে গালাগালি করতে থাকে। উপেনকে জমিদারের নিকট হাজির করা হয়। জমিদার তাকে সাধুবেশী চোর বলে মিথ্যা অপবাদ দেয়। সমাজে এক শ্রেণির লুটেরা বিভবান প্রবল প্রতাপ নিয়ে বাস করে। তারা সাধারণ মানুষের সম্পদ লুট করে সম্পদশালী হয়। তারা অর্থ, শক্তি ও দাপটের জোরে অন্যায়কে ন্যায়, ন্যায়কে অন্যায় বলে প্রতিষ্ঠা করে। 'দুই বিঘা জমি' কবিতাটিতে কবি এদের স্বরূপ তুলে ধরেছেন।



## ৪ কবিতাটির শিখনফল : কবিতাটি অনুশীলন করে আমি—

- ◻ শিখনফল-১ : শোষকশ্রেণির স্বরূপ সম্পর্কে ধারণা লাভ করব। [রা. বো. '১৯; সি. বো. '১৮]
- ◻ শিখনফল-২ : সমাজের লুটেরা ও বিভবান শ্রেণির চারিত্বিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ধারণা লাভ করব। [জ. বো. '১৯; দি. বো. '১৯]
- ◻ শিখনফল-৩ : দরিদ্র কৃষকদের দুর্দশা সম্পর্কে জানতে পারব। [ঘ. বো. '১৮]
- ◻ শিখনফল-৪ : জন্মভূমির প্রতি মানুষের আবেগ-অনুভূতি সম্পর্কে জানতে পারব। [সি. বো. '১৯; কু. বো. '১৮; চ. বো. '১৮]
- ◻ শিখনফল-৫ : ধনী ও গরিবদের আচরণ সম্পর্কে জানতে পারব।
- ◻ শিখনফল-৬ : শোষকদের কুটকৌশল, মামলা-মোকদ্দমায় মানুষের নিঃস্ব হয়ে পড়ার বিষয়টি অনুধাবন করতে পারব।

## ৫ কবি-পরিচিতি

প্রকৃত নাম : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ছন্দনাম : ভানুসিংহ ঠাকুর।

জন্ম তারিখ : ৭ই মে, ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দ (২৫ বৈশাখ, ১২৬৮ বঙ্গাব্দ)। জন্মস্থান : জোড়াসাঁকো, কলকাতা, ভারত।

পিতার নাম : মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। মাতার নাম : সারদা দেবী। পিতামহের নাম : প্রিস দ্বারকানাথ ঠাকুর।

সাহিত্যকর্ম : কাব্য : সোনার তরী, গীতাঞ্জলি ইত্যাদি। উপন্যাস : গোরা, শেষের কবিতা ইত্যাদি। নাটক : ডাকঘর, বিসর্জন, রক্তকরবী ইত্যাদি। গল্পগুচ্ছ : গল্পগুচ্ছ, গল্পমুল ইত্যাদি। শিশুতোষ : শিশু ভোলানাথ, খাপছাড়া ইত্যাদি।

শ্রমণকাহিনি : রাশিয়ার চিঠি, ঘুরোপ প্রবাসীর পত্র প্রভৃতি।

পুরস্কার ও সদ্মাননা : নোবেল পুরস্কার (১৯১৩), কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ডি-লিট (১৯১৩), অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ডি-লিট (১৯৪০), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ডি-লিট (১৯৩৬)। মৃত্যু : ৭ই আগস্ট, ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দ (২২ শ্রাবণ, ১৩৪৮ বঙ্গাব্দ)।



## ৬ উৎস-পরিচিতি

'দুই বিঘা জমি' রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'চিত্রা' কাব্যগ্রন্থ থেকে সংকলিত।

## ৭ পাঠের উদ্দেশ্য

এ কবিতা পাঠ করে শিক্ষার্থীরা শোষকশ্রেণির নিঃস্বর শোষণ ও গরিবদের দুর্দশা সম্পর্কে জানতে পারবে। গরিবদের প্রতি তারা সহানুভূতিশীল হবে।

## ৮ শব্দার্থ ও টীকা

পাঠ-১ : বোর্ড বইয়ের শব্দার্থ ও টীকা

(জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড প্রকাশিত 'সাহিত্য-কণিকা' বইটি দেখ)

পাঠ-২ : বোর্ড বইয়ের অতিরিক্ত শব্দার্থ ও টীকা

ভুই — জমি।

ঝণ	— কর্জ, ধার-দেনা।
সাধু	— ধার্মিক, ধর্মপরায়ণ, ফকির।
ভ্রমি	— ভ্রমণ করি।
বাসনা	— আকাশকা, কামনা, অভিলাষ, প্রত্যাশা।
সহসা	— অকস্মাৎ হঠাৎ অতর্কিত।

## ৯ বানান সতর্কতা

নিচের শব্দগুলোর সঠিক বানান জেনে নিই—

ভুই	ভূ-ঘামী	ঠাই	প্রস্থ	বক্ষে	সপ্ত	দৈন্য	লক্ষ্মীছাড়া	আঁধি	ক্ষণকাল




**জটিল ও দুর্বৃহ পাঠের ব্যাখ্যা**

**নতুন পাঠ্যবইয়ের বিষয়বস্তুর আলোকে প্রণীত**

- » শুধু বিষে দুই ছিল মোর ভূই, আর সবই গেছে খলে।  
বাবু বলিলেন, 'বুরোছ উপেন, এ জমি লইব কিনে।'  
কহিলাম আমি, 'ভূমি ভূঘামী, ভূমির অন্ত নাই।  
চেয়ে দেখো মোর আছে বড়ো-জোর মরিবার মতো ঠাই।'  
'দুই বিষা জমি' কাহিনি-কবিতায় দুটি প্রধান চরিত্র উপেন এবং  
বাবু। বাবু হচ্ছে জমিদার, যার ভূমির অন্ত নেই। আর উপেন  
হলো, একজন দরিদ্র কৃষক, যার শুধু দুই বিষে জমি আছে  
মাত্র। বাদ বাকি সবই সে খণের দায়ে বেচে দিয়েছে। সেই  
জমিটুকুও জমিদার বাবু কিনে নিতে চায়। উপেন তাঁকে বলে  
ঝটুকু জমি তার শেষ আশ্রয়মাত্র।
- » শুনি রাজা কহে, 'বাপু, জানো তো হে, করেছি বাগানখানা,  
পেলে দুই বিষে প্রস্ত্রে ও দিষ্যে সমান হইবে টানা—  
.....  
জাঁধি করি লাল রাজা ক্ষণকাল রহিল মৌনভাবে,  
কহিলেন শেষে কুর হাসি হেসে, 'আচ্ছা, সে দেখা যাবে।'  
ঐ জমিটুকুই উপেনের শেষ আশ্রয় এ কথা শুনে রাজা বললেন  
তিনি একটা বাগান করেছেন, উপেনের দুই বিষা জমি হলে  
বাগানের দৈর্ঘ্য-প্রস্থে টানা সমান হয়। কাজেই ঐ দুই বিষা জমি  
তাকে দিতেই হবে। উপেন তখন বুকের কাছে হাত জোড় করে  
সঙ্গল চোখে জমিদারের দিকে তাকায়, তার ভিটেখানি রক্ষার  
জন্য অনুরোধ জানায়। সে কানাডেজা কঠে আরও বলে— ঐ  
ভিটেয় তাদের সাত পুরুষের বাস, ঝটুকু ভূমি তার কাছে সোনার  
চেয়েও মূল্যবান। অভাবের করণে তার মাত্তুল্য ঝটুকু জমি সে  
বেচে দিবে অমন লক্ষ্মীছাড়া সে নয়। জমিদার বাবু এতক্ষণ চুপ  
করে উপেনের কথা শুনছিল, কথা শুনতে শুনতে রাগে তার চোখ  
রক্তবর্ণ হয়ে গেল। শেষে ঠোটের কোণে নির্দয় হাসি টেনে সে  
উপেনকে বলে সেটা পরে দেখা যাবে।
- » পরে মাস দেড়ে ভিটে মাটি ছেড়ে বাহির হইনু পথে—  
করিল ডিক্রি, সকলই বিক্রি মিথ্যা দেনার খতে।  
এ জগতে, হাস্ত, সেই বেশি চায় আছে যার ভূরি ভূরি—  
রাজার হস্ত করে সমস্ত কাঙালের ধন চুরি।  
এরপর দেড় মাসের মধ্যেই মিথ্যা দেনার দায়ে জমিদার  
আদালতের হুকুমনামা দেখিয়ে উপেনকে ভিটাছাড়া করল।  
সাত পুরুষের ভিটে ছেড়ে উপেন পথে বের হলো। জগতে  
এমনি হয়, যার যত আছে, সে তত চায়। সেই চাওয়া এমন  
পর্যায়ে গিয়ে দাঢ়ায় যে, রাজার হাত কাঙালের ধন আত্মসাধ  
করতেও ছাড়ে না।
- » মনে ভাবিলাম মোরে ভগবান রাখিবে না মোহগর্তে,  
তাই লিখি দিল বিশ্বনিখিল দু বিষার পরিবর্তে।  
.....  
ভূধরে সাগরে বিজনে নগরে যখন যেখানে ভূমি  
তবু নিশিদিনে ভুলিতে পারি নে সেই দুই বিষা জমি।  
পথে বের হয়ে উপেনের মনে হলো— ভগবান তাকে ঐ দুই  
বিষা জমির মোহ-মায়ায় বন্দি রাখতে চান না। তিনি ঐ দুই  
বিষার বদলে সারা পৃথিবীই উপেনকে লিখে দিলেন। সন্ন্যাসী  
হয়ে উপেন তাই দেশে দেশে ঘুরে বেড়াতে লাগল। কোনো  
এক সাধুর শিষ্য হয়ে, নানা দেশে ঘুরে নানা রকম সুন্দর মন্দির  
ও মনোরম দৃশ্য দেখল। কিন্তু পাহাড়, সাগর, বন, নগর

- যেখানেই সে ভয়ণ করুক না কেন, কিছুতেই সে তার দুই বিষা  
জমির কথা ভুলতে পারল না। রাত-দিন তার সাত পুরুষের  
স্মৃতিবিজড়িত সেই দুই বিষা জমির কথা মনে পড়ে।
- » হাটে মাঠে বাটে এই মতো কাটে বছর পনেরো-মোলো—  
একদিন শেষে ফিরিবারে দেশে বড়োই বাসনা হলো।  
.....  
বুকতরা মধু বক্ষের বধু জল লয়ে যায় ঘরে—  
মা বলিতে প্রাণ করে আনচান, চোখে আসে জল ভরে।  
সন্ন্যাসীর বেশে হাটে, মাঠে, ঘাটে ঘুরতে ঘুরতে উপেনের ১৫-  
১৬ বছর কেটে যায়। একদিন তার দেশে ফেরার প্রচণ্ড ইচ্ছা  
হয়। দেশ বলতে নমস্য সুন্দরী জননী, বঙ্গভূমি; তার প্রিয়  
জন্মভূমি। সেখানে গঙ্গা নদীর তীর আছে; সেখানে নিষ্পত্তি  
বাতাসে প্রাণ জুড়িয়ে যায়। সেখানে অবারিত ফসলের মাঠ,  
আকাশের ললাট চুমো খায়। ঘন পাতাযুক্ত আমগাছ, দিঘির  
কালো জল, শীতল স্নেহ, ছায়া-ঢাকা শান্তিময় ছোট ছোট  
গ্রামগুলোর কথা উপেনের মনে পড়ে। সেখানে স্নেহময়ী গাঁয়ের  
বধুরা নদী থেকে জল ভরে কলসি কাঁথে ঘরে ফেরে। সেই  
মায়ের কথা মনে হতেই উপেনের মন আনচান করে চোখ জলে  
ভরে আসে।
- » দুই দিন পরে ছিতীয় প্রহরে প্রবেশিনু নিজগ্রামে—  
কুমোরের বাড়ি দক্ষিণে ছাড়ি রথতলা করি বামে,  
.....  
ধিক ধিক ওরে, শত ধিক তোরে, নিলাজ কুলটা ভূমি।  
যখনি যাহার তখনি তাহার, এই কী জননী ভূমি!  
দুদিন পরে ছিপহরের সময় উপেন তার নিজের গ্রামে প্রবেশ করল।  
কুমোরদের বাড়ি দক্ষিণে ফেলে, বাম পাশে রথতলা রেখে সে  
হাঁটতে থাকল। হাটখোলা, নদীর গোলা, মন্দির প্রভৃতি পেছনে  
ফেলে তৃষ্ণা-ক্লান্তি নিয়ে শেষে তার বাড়ির কাছে এসে থামল উপেন।  
এত আশা নিয়ে কাছে এসে তার নিজের জন্মভূমির সেই দুই বিষাকে  
মনে হলো লজ্জাহীন কুলটা ভূমি। কারণ যখন যার তখন সে তার।  
উপেন যাকে জননী বলে আবেগে আপ্ত হয় সে তাকে এখন আর  
চেনে না। তাই তাকে মনে মনে যিক্কার জানায় উপেন।
- » সে কি মনে হবে একদিন যবে ছিলে দরিদ্রমাতা  
আঁচল ভরিয়া রাখিতে ধরিয়া ফুল ফুল শাক পাতা।  
.....  
কোনোখানে লেশ নাহি অবশেষ সেদিনের কোনো চিহ্ন।  
কল্যাণময়ী ছিলে ভূমি অয়ি, ক্ষুধাহরা সুধারাশি।  
যত হাসো আজ যত করো সাজ ছিলে দেবী, হলে দাসী।  
উপেন দেখল, তার দুই বিষা জমির সেই সাত পুরুষের  
ভিটেখানিতে সেদিনের কোনো চিহ্নই আজ অবশিষ্ট নেই।  
আজকের বিলাসবেশ দেখে মনেই হয় না এর দরিদ্র দশার  
কথা। যার আঁচলে একদিন ফুল-ফুল, শাক-পাতা দেখা যেত,  
আজ সেখানে পাঁচরঙা পাতার মাথায় ফুল শোভা পাচ্ছে। সেই  
দৃশ্য দেখে উপেনের মনে হলো সে যার জন্য বিবাগি হয়ে  
ঘরহীন, সুখহীন হয়ে দেশে দেশে ঘুরছে, সে তার কথা মোটেই  
মনে রাখেনি। সে রাক্ষসী। সে দিব্যি হাসি-আনন্দে দিন  
কাটাচ্ছে। কল্যাণময়ী জননী ঐ ভিটেমাটির প্রতি উপেনের সেই  
দিনের সেই শ্রদ্ধা, ভালোবাসা আজ আর নেই। আজ বিচ্ছিন্ন সব  
ফুলের শোভা বুকে সে যতই হাসুক আর যতই সাজুক উপেনের  
মনে হয় সে আজ দেবী থেকে দাসীতে বৃপ্তিরিত হয়েছে।



- » বিদীর্ণ-হিয়া ফিরিয়া ফিরিয়া চারি দিকে চেয়ে দেখি—  
প্রাচীরের কাছে এখনো যে আছে, সেই আমগাছ, এ কি।

.....

সেই মনে পড়ে জ্যেষ্ঠের ঝাড়ে রাত্রে নাহিকো ঘুম,  
অতি ভোরে উঠি তাড়াতাড়ি ছুটি আম কুড়াবার ধূম।  
ক্ষতবিক্ষত হৃদয় নিয়ে উপেন ফিরে ফিরে চারদিকে দেখে।  
হঠাতে প্রাচীরের কাছে তার সেই দুই বিঘার পুরনো আমগাছ  
দেখে আশ্চর্য হয়। সেই গাছের তলায় গিয়ে বসে তার ব্যথা  
শান্ত হয়ে আসে। পুলকিত মনে তার বাল্যকালের কথা মনে  
পড়ে। মনে পড়ে জ্যেষ্ঠের ঝাড়ের রাতে তার ঘুম হতো না  
সকালের অপেক্ষায়। অতি ভোরে উঠে সে এই আম কুড়ানোর  
ধূম লেগে যেতে।

» সেই সুমধুর স্তৰ্ণ দুপুর, পাঠশালা পলায়ন—  
ভাবিলাম হায় আর কি কোথায় ফিরে পাব সে জীবন!

.....

মেহের সে দানে বহু সম্মানে বারেক ঠেকানু মাথা।  
স্তৰ্ণ দুপুরে পাঠশালা পলায়নের কথা মনে পড়ে তার। উপেন  
ভাবে সেদিনের সেই জীবন আর ফিরে পাওয়ার নয়। তার এমন  
আনন্দ-বেদনার স্মৃতির কল্পনার মধ্যে হঠাতে এক দমকা বাতাস বয়ে  
গেল। আমগাছের শাখা দুলে উঠল। আর তাতেই দুটি পাকা ফল  
মাটিতে পড়ল; একেবারে উপেনের কোলের কাছে। উপেন ভাবল  
এতক্ষণে তার জন্মভূমি মা তাকে চিনতে পেরেছে। তাই সে  
সন্তানকে মেহের দান ঐ দুটি ফল তাকে উপহার দিয়েছে। উপেন  
মাঝের সেই দান মাথা নত করে গভীর শ্রদ্ধায় গ্রহণ করল।

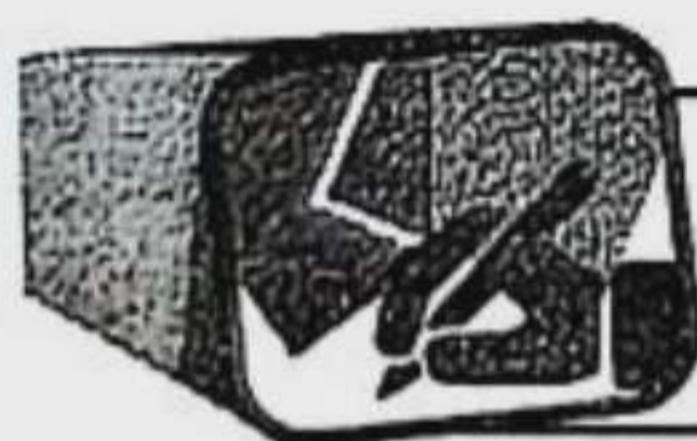
» হেনকালে হায় যমদৃত প্রায় কোথা হতে এল মালি,  
বুঁটি-বাঁধা উড়ে সন্তুষ্ম সুরে পাড়িতে লাগিল গালি।

কহিলাম তবে, ‘আমি তো নীরবে দিয়েছি আমার সব-  
দুটি ফল তার করি অধিকার, এত তারি কলরব!’  
চিনিল না মোরে, নিয়ে গেল ধরে কাঁধে ভুলি লাঠিগাছ।

তখন কোথা থেকে শৃঙ্খলার বার্তাবাহকের মতো হাজির হলো ঐ বাগানের মালি। তাঁর মাথায় বুঁটি বাঁধা, সে এসেই উপেনকে গালাগালি শুরু করল। উপেন তাকে বোঝাতে চাইল বে, সে নীরবে তার সবকিছু জমিদারকে দিয়ে দিয়েছে। বাতাসে খসে পড়া এ দুটি ফলের জন্য সে তাকে এত গাল দিচ্ছে। মালি তাকে চিনতে পারল না; হাতের লাঠি কাঁধে তুলে উপেনকে ধরে নিয়ে গেল।

- » বাবু ছিপ হাতে পারিষদ সাথে ধরিতেছিলেন মাছ।  
শুনি বিবরণ ক্রোধে তিনি কল, ‘মারিয়া করিব খুন।’  
বাবু যত বলে পারিষদ দলে বলে তার শতগুণ।  
আমি কহিলাম, ‘শুধু দুটি আম ভিখ মাগি মহাশয়।’  
বাবু কহে হেসে ‘বেটা সাধুবেশে পাকা চোর অতিশয়।’  
জমিদার বাবু তখন তোষামোদকারীদের নিয়ে ছিপ হাতে মাছ  
ধরছিল। মালি উপেনকে তার কাছে নিয়ে গেল। মালির বিবরণ  
শুনে সে ক্রোধে বলল উপেনকে মেরে খুন করবে। বাবু যত  
বলে, তার চেয়ে শতগুণ বেশি বলল তার ঐ তোষামোদকারীরা।  
উপেন তখন বাবুর কাছে ঐ আম দুটি ভিক্ষা হিসেবে প্রহণ  
করতে চাইল। কিন্তু বাবু তার সে কথায় কান না দিয়ে, তাকে  
সাধুবেশী অতিশয় চোর বলে আখ্যায়িত করল।

» আমি শুনে হাসি আঁধিজলে ভাসি, এই ছিল মোর ঘটে—  
তুমি মহারাজ সাধু হলে আজ, আমি আজ চোর বটে।  
রাজার কথা শুনে উপেনের হাসি পায়, তার চোখে জল আসে।  
উপেন ভাবে এই ছিল আমার ভাগ্যে। যে জমিদার তার সবকিছু  
কেড়ে নিয়েছে আজ সেই সাধু আর সব হারিয়ে আজ সে চোর!  
এর চেয়ে নিমর্ণতা আর কী হতে পারে?

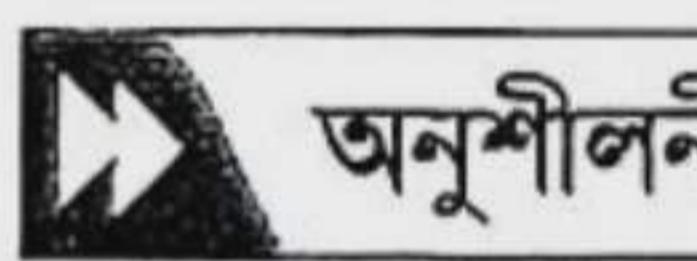


ଅନୁଶୀଳନ



সেৱা প্ৰত্তিৰ জন্য 100% সঠিক ফৰম্যাট অনুসৰণে  
বহুনিৰ্বাচনি ও সৃজনশীল প্ৰশ্নোত্তৰ

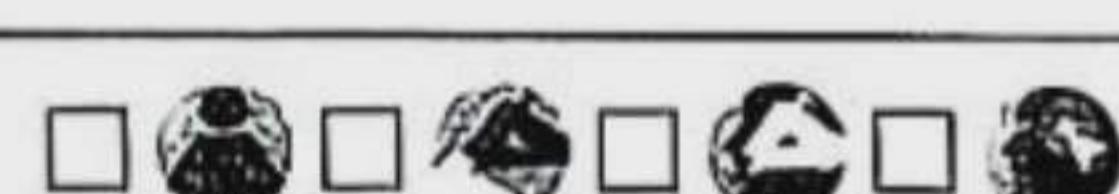
প্রিয় শিক্ষার্থী, কবিতাটিতে সংযোজিত প্রশ্নোত্তরসমূহকে অনুশীলনী, বহুনির্বাচনি ও সৃজনশীল অংশে বিভক্ত করে শিখনফলের ধারায় উপস্থাপন করা হয়েছে। অর্ধ-বার্ষিক ও বার্ষিক পরীক্ষায় সেরা প্রস্তুতি নিশ্চিত করতে প্রশ্নোত্তরসমূহ ভালোভাবে প্র্যাকটিস কর।



## অনুশীলনীর প্রশ্নাওর



পাঠ্যবইয়ের প্রশ্নের উত্তর শিখি



### ৪৩ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর

সঠিক উত্তরটিতে টিক (✓) চিহ্ন দাও :



। সূত্র : পাঠ্যবইয়ের মূলপাঠ, পৃষ্ঠা-৪৪।

॥ তথ্য-ব্যাখ্যা : 'দুই বিঘা জমি' কবিতায় কবি দরিদ্র কৃষক উপেনের প্রতি অত্যাচারো ও দখলদার জমিদারের নির্ভয় ও অমানবিক আচরণের কাহিনি বর্ণনা করেছেন। এ ঘটনাগুলো কবি কাহিনি আকারে তুলে ধরেছেন কবিতায়। তাই ৭টি একটি কাহিনি-কবিতা।

২. ‘সেই মনে পড়ে জ্যেষ্ঠের বাড়ে রাত্রে নাহিকো ঘুম’— পঙ্কজিতে  
যে ভাব প্রকাশ পেয়েছে তা হলো—

  - i. স্মৃতিকাতরতা
  - ii. স্পর্শকাতরতা
  - iii. অনদারতা

নিচের কোনটি সঠিক?

- ବ୍ୟାକ : ପାଠୀରାଜେନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର-ଏବିଚିତ୍ର ପଞ୍ଚ-୦୩।

» তথ্য-ব্যাখ্যা : জমিদারের মিথ্যা মামলার দায়ে নিজের ভিটেছাড়া হয়ে  
দৌর্ঘ্যদিন পর উপেন আবারো তার শৃঙ্খলিবিজড়িত গাছটির নিচে আসে।  
আম গাছটির নিচে বসে সে তার আগের নানা শৃঙ্খল শ্মরণ করতে থাকে।  
তাই এখানে তার শৃঙ্খলিকাতরতার দিকটি প্রকাশ পেয়েছে।

৩. বাবু সাহেবের সম্পত্তি-আকাশকা ফুটে উঠেছে যে চরণে, তা হচ্ছে—

  - বাবু কহিলেন, বুবোছ উপেন, এ জমি লইব কিনে
  - পেলে দুই বিঘে, প্রস্থে ও দিঘে সমান হইবে টানা
  - এ জগতে হায়, সেই বেশি চায় আছে যার ভূরি ভূরি  
নিম্ন কোর্টটি সার্কিঃ

Ⓐ i ii iii Ⓛ ii iii Ⓜ i iii Ⓝ i ii iii

► তথ্য-ব্যাখ্যা : বাবু সাহেব তার বাগানের জায়গা বৃক্ষ করার জন্য ডিপার্মেন্ট থেকে সমস্ত ডিপটেক্চার কিমে নিয়েছে মাস। তাই এই স্টিল উপর।

৪. উদ্দীপকে রাজিব সাহেবের মানসিকতায় 'দুই বিঘা জমি' কবিতার কোন অনুভূতি প্রকাশ পেয়েছে?
- (ক) বিদেশগ্রন্থীতি  
(খ) সাজাত্যপ্রীতি
৫. উদ্দীপকে রাজিব সাহেবের প্রথম প্রশ্নের উত্তর দাও:
১. রাজিব সাহেব এক যুগ আগে আমেরিকায় গিয়ে প্রচুর বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক পরিবেশ, প্রকৃতি, মানুষজন কোনোকিছুই তাকে আকৃষ্ট করে না। সারাক্ষণ মনটা পড়ে থাকে আঁকা-বাঁকা মেঠো পথের ধারের কুঁড়েঘরে, যেখানে কেটেছে তার শৈশব, কৈশোরের সোনালি সময়।
২. উদ্দীপকে রাজিব সাহেবের মানসিকতায় 'দুই বিঘা জমি' কবিতার কোন অনুভূতি প্রকাশ পেয়েছে?
- (ক) বিদেশগ্রন্থীতি  
(খ) সাজাত্যপ্রীতি
- [সূত্র: পাঠ্যবইয়ের মূলপাঠ, পৃষ্ঠা-89]
৩. তথ্য-ব্যাখ্যা : উদ্দীপকের রাজিব সাহেব আমেরিকায় গিয়েও তার স্মৃতিবিজড়িত দেশের গ্রামকে ভুলতে পারেননি। এখানে তার মধ্যে বিদেশগ্রন্থীতি ফুটে উঠেছে যা 'দুই বিঘা জমি' কবিতায়ও উপেনের মধ্যে ফুটে উঠেছে।
৪. উক্ত অনুভূতি নিচের কোন চরণে ফুটে উঠেছে?
- (ক) দেখে দেখো মোর আছে বড়-জোর মরিবার মতো ঠাই।  
(খ) কত হেরিলাম মনোহর ধাম, কত মনোরম দৃশ্য।  
(গ) কল্যাণময়ী ছিলে তুমি অয়ি ক্ষুধাহরা সুধারাশি।
৫. উদ্দীপকে রাজিব সাহেবের মানসিকতায় 'দুই বিঘা জমি' কবিতার প্রকাশ পেয়েছে?
- (ক) দেখে দেখো মোর আছে বড়-জোর মরিবার মতো ঠাই।  
(খ) কত হেরিলাম মনোহর ধাম, কত মনোরম দৃশ্য।  
(গ) কল্যাণময়ী ছিলে তুমি অয়ি ক্ষুধাহরা সুধারাশি।
- [সূত্র: পাঠ্যবইয়ের পাঠ-পরিচিতি, পৃষ্ঠা-92]

### ১০ সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

- প্রশ্ন ১।** গাজীপুর চৌরাস্তার কাছে মতিন মিয়ার ছেট এক চায়ের দোকান। আর দোকানের পাশেই 'ক' হাউজিং সোসাইটির বিশালাকার অ্যাপার্টমেন্ট গড়ে উঠেছে। একদিন সকালে মতিন দেখে, তার দোকান অ্যাপার্টমেন্টের সীমানা প্রাচীরের মধ্যে আটকে গেছে। সে বুবো গেল আর কিছুই করার নেই। উপায়ান্তর না দেখে সে রাস্তায় রাস্তায় ফ্লাক্ষে করে চা বিক্রি করে সংসার চালায় আর উদাস দৃষ্টিতে গগনচূর্ণী অটালিকাগুলোর দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে।
- ক. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কত খিটান্দে নোবেল পুরস্কার পান? ১  
খ. 'রাজার হস্ত করে সমস্ত কাঙালের ধন চুরি' বলতে কী বোঝানো হয়েছে? ২  
গ. 'ক' হাউজিং সোসাইটির কার্যক্রমে 'দুই বিঘা জমি' কবিতার বাবু সাহেব চরিত্রের যে দিকটি ফুটে উঠেছে তার বর্ণনা দাও। ৩  
ঘ. উদ্দীপকের মতিন 'দুই বিঘা জমি' শোষিত উপেনের সার্থক প্রতিনিধি কি না, সে বিষয়ে তোমার মতামত যুক্তি সহকারে উপস্থাপন কর। ৪

### ১১. প্রশ্নের উত্তর

শিখনফল ৪

- ক. ০ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯১৩ খ্রিষ্টান্দে নোবেল পুরস্কার পান।  
খ. ০ 'রাজার হস্ত করে সমস্ত কাঙালের ধন চুরি' বলতে বোঝানো হয়েছে বিভবান লোকের প্রচুর সম্পদ ধাকার পরও তারা দরিদ্রের শেষ সম্বলটুকু কেড়ে নেয়।

### ১২. গুরুত্বপূর্ণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর

#### সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর

#### মূলপাঠ ▶ পাঠ্যবই; পৃষ্ঠা ৪৪

১. উপেন কত বছর পর নিজ গ্রামে প্রবেশ করে? [ঢ. বো. '১৯]  
(ক) দশ-পনেরো  
(খ) চৌদ্দ-পনেরো  
(গ) পনেরো-ষাশ্বলো
২. উপেন কখন তার নিজ গ্রামে পৌছেছিল? [সি. বো. '১৯]  
(ক) সকালে  
(খ) প্রথম প্রহরে  
(গ) দুঃখ

৩. ধনী ব্যক্তিরা কখনো অল্পে তপ্ত হয় না। আরও সম্পদের লোভে তারা সবকিছু করতে পারে। 'দুই বিঘা জমি' কবিতা জমিদার উপেনের সাত পুরুষের স্মৃতিবিজড়িত জমির দখল নিতে চায়। কিন্তু উপেন দিতে না চাইলে জমিদার তার নামে শিথ্যা মামলা দিয়ে সে জমি দখল করে নেয়। অর্থাৎ যার অনেক আছে সে আরও চায়। উপর্যুক্ত উন্মত্তির মধ্যে দিয়ে এ কথাই বোঝানো হয়েছে।

৪. • 'ক' হাউজিং সোসাইটির কার্যক্রমে 'দুই বিঘা জমি' কবিতার বাবু সাহেব চরিত্রের শোষক মানসিকতার দিকটি ফুটে উঠেছে।  
• আমাদের সমাজে সবলেরা সব সময় দুর্বলের উপর অত্যাচার করে। এটাই যেন সমাজের নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছে। দুর্বলদের শুধু চেয়ে চেয়ে দেখে, এ অত্যাচারের প্রতিবাদ করতে পারে না।

৫. উদ্দীপকে মতিন মিয়ার ছেট একটা চায়ের দোকানের পাশেই গড়ে উঠেছে 'ক' হাউজিং সোসাইটির বিশালাকার অ্যাপার্টমেন্ট। একদিন সকালে মতিন দেখতে পায়, তার দোকান অ্যাপার্টমেন্টের সীমানা প্রাচীরের মধ্যে আটকে গেছে। উপায়ান্তর না দেখে রাস্তায় রাস্তায় ফ্লাক্ষে করে চা বিক্রি মাধ্যমে সে সংসার চালায় আর উদাস দৃষ্টিতে অ্যাপার্টমেন্টের দিকে তাকিয়ে বেদনার নিষ্পাস ছাড়ে। 'দুই বিঘা জমি' কবিতায়ও মিথ্যে মামলা দিয়ে জমিদার বাবু উপেনের জমি দখল করে নেয়। ভিটেছাড়া উপেন বাধ্য হয়ে পথে পথে ঘুরে বেড়ায় সাধুর শিষ্য হয়ে। উভয় জায়গায় দরিদ্রের ওপর শোষকের অত্যাচার প্রকাশ পেয়েছে। তাই বলা যায় যে, 'ক' হাউজিং সোসাইটির কার্যক্রমে 'দুই বিঘা জমি' কবিতার বাবু সাহেব চরিত্রের শোষক মানসিকতার দিকটি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

৬. • উদ্দীপকের মতিন 'দুই বিঘা জমি' শোষিত উপেনের সার্থক প্রতিনিধি, কারণ তারা দুজনই শোষিত।  
• দরিদ্র অসহায় লোকেরা সামান্য কিছু পেলেই খুশি হয়, আর বিভিন্ন ভূষামীরা যে সম্পদ আছে তার পরিমাণ আরও বৃদ্ধি করতে চায়। এমনকি গরিবের শেষ সম্বলটুকু কেড়ে নিতেও তারা দ্বিধা করে না।  
• উদ্দীপকের মতিনের ছেট চায়ের দোকানের পাশেই গড়ে উঠেছে 'ক' হাউজিং সোসাইটির বিশালাকার অ্যাপার্টমেন্ট। একদিন সকালে সে দেখে, তার দোকানটি অ্যাপার্টমেন্টের সীমানা প্রাচীরের মধ্যে আটকে গেছে। মতিন বুঝতে পারে যে, তার পক্ষে আর কিছুই করার নেই। তার এত দিনের সম্বল হাতছাড়া হয়। এ শোষণের পরিণতিতে সে ফ্লাক্ষে করে চা নিয়ে রাস্তায় নামে। 'দুই বিঘা জমি' কবিতায়ও প্রকাশ পেয়েছে শোষক ও শোষিতের কথা। সমাজে একশেণির লুটেরা বিভবান প্রবল প্রতাপ নিয়ে বাস করে। সাধারণ মানুষের সম্পদ লুট করে তারা সম্পদশালী হয়। কবিতার দরিদ্র কৃষক উপেন ঝণের দায়ে সব হারিয়েছে, বাকি আছে মাত্র দুই বিঘা জমি। অর্থাত জমিদার তার বাগান বাড়ানোর জন্য সেই জমিরও দখল নিতে চায়। সাত পুরুষের স্মৃতিবিজড়িত সেই জমি উপেন দিতে না চাইলে জমিদার মিথ্যে মামলা দিয়ে এই জমি দখল করে নেয়। উদ্দীপকের মতিন ও 'দুই বিঘা জমি' কবিতার উপেন দুজনই শোষকদের হাতে শেষ সম্বল হারিয়ে পথে নামতে বাধ্য হয়। উপেন এবং মতিনের শোষিত হওয়ার প্রেক্ষাপট ভিন্ন হলেও বিষয় অভিন্ন। কাজেই একথা নির্বিধায় বলতে পারি যে, উদ্দীপকের মতিন 'দুই বিঘা জমি' কবিতার শোষিত উপেনের সার্থক প্রতিনিধি।

### টপিকের ধারায় প্রশ্নীত



#### সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর

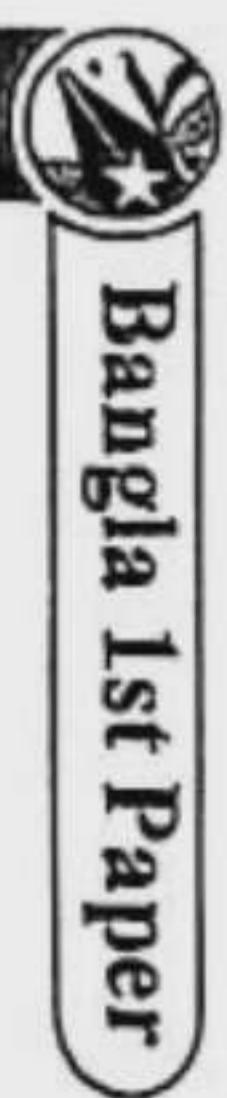
#### মূলপাঠ ▶ পাঠ্যবই; পৃষ্ঠা ৪৪

১. উপেন কত বছর পর নিজ গ্রামে প্রবেশ করে? [ঢ. বো. '১৯]  
(ক) দশ-পনেরো  
(খ) চৌদ্দ-পনেরো  
(গ) পনেরো-ষাশ্বলো
২. উপেন কখন তার নিজ গ্রামে পৌছেছিল? [সি. বো. '১৯]  
(ক) সকালে  
(খ) প্রথম প্রহরে  
(গ) দুঃখ

৩. 'ছিল দেবী, হলে দাসী'— এ উক্তিতে কী প্রকাশিত হয়েছে? [চ. বো. '১৯]  
(ক) ক্ষোভ  
(খ) হতাশা  
(গ) রাগ  
(ঘ) দুঃখ
৪. উপেন কখন তার নিজ গ্রামে পৌছেছিল? [সি. বো. '১৯]  
(ক) সকালে  
(খ) প্রথম প্রহরে  
(গ) নির্বিধায়

৮. 'যদৃত প্রায়'- এই বিশেষণটি 'দুই বিঘা জমি' কবিতার কান্দ পরিচয় বহন করে? [দি. বো. '১৭]  
 ① পেয়াদ ④ মালি  
 ② ৱাজা ⑤ ভূষামী  
 ৯. উপেন দুই বিঘা জমির পরিবর্তে কী পেয়েছিল? [জ. বো. '১৮]  
 ③ আঘকানন ⑥ দুইটি আম  
 ১০. 'সমগ্র পৃথিবী ⑦ সন্ধ্যাস জীবন  
 ৬. 'বাবু যত বলে পারিষদ দলে বলে তার শতগুণ'- এখানে পারিষদ দলের কোন বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ে? [কু. বো. '১৮]  
 ⑧ আনুগত্য ⑨ চাটুকারিতা  
 ১১. 'দুই বিঘা জমি' কবিতায় কালের সাক্ষী হিসেবে এখনও কোন স্মৃতিচিহ্নকু আছে? [জ. বো. '১৭]  
 ⑩ আম গাছ ⑪ কাঁঠাল গাছ  
 ১২. 'জাতের আবার সৎকার কী!'- জমিদারের এমন মন্তব্যে 'দুই বিঘা জমি' কবিতার কোন দিকটি প্রকাশ পেয়েছে? [ঝ. বো. '১৭]  
 ১৩. ⑫ নিচু জাতের প্রতি অবজ্ঞা ⑬ অহংকারবোধ  
 ১৪. ⑭ কুসংস্কার ⑮ শোষকশ্রেণির নিষ্ঠুরতা  
 ১৫. 'দুই বিঘা জমি' কবিতায় ভূমিহীন প্রজা কে? [কু. বো. '১৭]  
 ১৬. ⑯ দাসী ⑰ মালি  
 ১৭. ১৮. 'দেবী সে দেখা যাবে'- কথাটি রাজা উপেনকে বলেন- [দি. বো. '১৭]  
 ১৯. ⑯ কুম্ভ হয়ে ⑰ কুর হাসি হেসে  
 ২০. ১১. 'অষ্টহাসি হেসে ⑰ বিরক্ত হয়ে  
 ২১. উপেনের কোলের কাছে কয়টি পাকা ফল পড়ল? [ঝ. বো. '১৬]  
 ২২. ⑯ পাঁচটি ⑰ চারটি  
 ২৩. ১২. 'দেবী, সে দেখা যাবে।'- উপেনকে বলা এ কথায় রয়েছে জমিদারের- [ঝ. বো. '১৬]  
 ২৪. ⑯ অভিমান ⑰ ঘৃণা  
 ২৫. ১৩. 'ক্রোধ করি লাল'- এখানে 'লাল আঁধি' কীসের প্রতীক? [ঝ. বো. '১৬; ব. বো. '১৫]  
 ২৬. ⑯ ক্রোধ ⑰ বিরক্তি  
 ২৭. ১৪. 'নিলাজ কুলটা ভূমি!'- এখানে নিলাজ কুলটা কোনটি? [দি. বো. '১৬]  
 ২৮. ⑯ ভূষামী ⑰ উপেন  
 ২৯. ১৫. 'মরিবার মতো ঠাই' বলতে কবি বুঝিয়েছেন- [দি. বো. '১৬]  
 ৩০. ⑯ নিজের শেষ অবস্থা ⑰ আধ্যয়ের শেষস্থল  
 ৩১. ১৬. 'দেয়া করার প্রবণতা' ⑰ একটি মৃত্যুর স্থান  
 ৩২. 'যত হাসো আজ যত করো সাজ ছিলে দেবী, হলে দাসী'- উপন্থিটি কার? [ব. বো. '১৬]  
 ৩৩. ⑯ মালির ⑰ বাবুর  
 ৩৪. ১৭. 'উপেনের কাছে আমগাছ দেখে উপেনের কোন কথা মনে হলো?' [ঝ. বো. '১৬]  
 ৩৫. ⑯ উপেনের ⑰ আমগাছের  
 ৩৬. ১৮. 'এই কথাটি মনে রেখ আমি যে পান পেয়েছিলাম শুকনো পাতা বারার বেলায়।'  
 ৩৭. উদ্দীপকের ভাবার্থ কোন কবিতার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ? [ঝ. বো. '১৫]  
 ৩৮. ⑥ দুই বিঘা জমি ⑦ আবার আসিব ফিরে  
 ৩৯. ১৯. 'বঙ্গভূমির প্রতি' ⑧ নদীর স্বপ্ন

১৯. গ্রামগুলোকে 'শান্তির নীড়' বলা হয়েছে কেন? [কু. বো. '১৫]  
 ২০. ⑨ সমৃদ্ধির জন্য ⑩ প্রকৃতির জন্য  
 ২১. ১০. ⑪ ময়সমপূর্ণতার জন্য ⑫ আনন্দের জন্য  
 ২২. ১১. 'উপেন জন্মভূমিকে কী বলে ধিক্কার দিয়েছে?' [কু. বো. '১৫; চ. বো. '১৪]  
 ২৩. ১২. ⑫ নিলাজ জননী ⑬ নিলাজ কুলটা  
 ২৪. ১৩. ⑬ নিলাজ দাসী ⑭ দাসী জননী  
 ২৫. ১৪. 'দুই বিঘা জমি' কবিতায় উপস্থাপিত হয়েছে- [পি. বো. '১৫]  
 ২৬. ১৫. ⑮ লোভের পরিণতি ⑯ গরিব মানুষের পরিচয়  
 ২৭. ১৬. ⑦ লুটেরাদের ভোগ-লালসা ⑧ মানুষের অসহায়তা  
 ২৮. ১৭. 'বহু দেশে দেখিয়াছি বহু নদ দলে'- এর সাদৃশ্যপূর্ণ পঞ্জিকা [বাইজ্ঞানিক উচ্চরা মডেল কলেজ, ঢাকা]  
 ২৯. ১৮. ⑨ ভিটে মাটি ছেড়ে বাহির হইনু পথে  
 ৩০. ১৯. ⑩ জীবন জুড়ালে ভূমি  
 ৩১. ২০. ⑪ হাটে-মাটে-বাটে এই মতো কাটে  
 ৩২. ২১. ⑫ কত হেরিলাম মনোহর ধাম  
 ৩৩. ২২. 'উপেনের দেশে ফেরার বাসনা হলো কেন?' [মতিবিল সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা]  
 ৩৪. ২৩. ⑬ রাজা উপর প্রতিশোধ নিতে ⑭ মায়ের নির্দেশে  
 ৩৫. ২৪. ⑮ ঝণ পরিশোধ হওয়ায় ⑯ পৈতৃক ভিটার টানে  
 ৩৬. ২৫. 'আমি শুনে হাসি আঁধি জলে ভাসি'- উপেন কেন একথা বলেছে? [মতিবিল সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা]  
 ৩৭. ২৬. ⑯ রাজা শান্তি দিয়েছে বলে ⑰ নিজের ভিটায় নিজে চোর বলে  
 ৩৮. ২৭. ⑦ রাজা অবাধ্য হওয়ায় ⑧ আম নিতে পারেনি বলে  
 ৩৯. ২৮. 'উপেন জন্মভূমিকে নিলাজ কুলটা ভূমি বলে ধিক্কার দিয়েছে কেন?' [ন্যাশনাল আইডিয়াল স্কুল, ঢাকা]  
 ৪০. ২৯. ⑯ যখন যার তখন তার বলে ⑰ দরিদ্রমাতা ছিল  
 ৪১. ৩০. ⑦ আঁচল ভরে রাখত ⑧ সে দিনের চিহ্ন নেই  
 ৪২. ৩১. 'উপেনের কাছে ভিক্ষা হিসেবে কী চেয়েছিল?' [গৰ্জনমেট ল্যাবরেটরী হাই স্কুল, ময়মনসিংহ]  
 ৪৩. ৩২. ⑯ দুটি আম ⑰ দুই বিঘা জমি  
 ৪৪. ৩৩. ⑯ বাড়ি ⑰ থাকার ঠাই  
 ৪৫. ৩৪. 'সেহের যে দাকে বহু সমানে বারেক ঠেকানু মাথা।'- উপেন কোথায় মাথা ঠেকাল? [ঝাঙশাহী সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]  
 ৪৬. ৩৫. ⑯ ফল দুটিতে ⑰ দুই বিঘা জমিতে  
 ৪৭. ৩৬. ⑯ জমিদারের দিকে ⑰ আম গাছে  
 ৪৮. ৩৭. 'প্রাচীরের কাছে আমগাছ দেখে উপেনের কোন কথা মনে হলো?' [ন্যাশনাল আইডিয়াল স্কুল, ঢাকা]  
 ৪৯. ৩৮. ⑯ শিশুকালের কথা ⑰ বালক কালের কথা  
 ৫০. ৩৯. ⑯ যৌবন কালের কথা ⑰ প্রবীণকালের কথা  
 ৫১. ৪০. 'উপেনের জমি নিয়ে রাজার বাগান করার বিষয়টি কীসের প্রতীক হয়ে দাঢ়িয়েছে?'  
 ৫২. ৪১. ⑯ দৈনন্দিন প্রতীক ⑰ অদ্যতার প্রতীক  
 ৫৩. ৪২. ⑯ সংগ্রামের প্রতীক ⑰ বিলাসিতার প্রতীক  
 ৫৪. ৪৩. 'দুই বিঘা জমি' কবিতার 'বক্সে হাত জুড়ে' কথা বলেছে-  
 ৫৫. ৪৪. ⑯ জমিদার ⑰ রাজা  
 ৫৬. ৪৫. ⑯ উপেন ⑰ রাজা রাজা চাকর  
 ৫৭. ৪৬. 'উপেনের সব জমি কীসে শেব হয়ে গেছে?'  
 ৫৮. ৪৭. ⑯ মামলায় ⑰ বন্যায়  
 ৫৯. ৪৮. ⑯ খরায় ⑰ ঝণে  
 ৬০. ৪৯. 'উপেনের জমি কে কিনে নিতে চায়?'  
 ৬১. ৫০. ⑯ পারিষদ ⑰ মালি  
 ৬২. ৫১. ⑯ জমিদার ⑰ মন্ত্রী  
 ৬৩. ৫২. 'কার ভূমির অন্ত নেই?'  
 ৬৪. ৫৩. ⑯ উপেনের ⑰ জমিদারের  
 ৬৫. ৫৪. ⑯ মালির ⑰ পারিষদের



৩৪. উপেনের দুই বিঘা জমি কয় পুরুষের স্মৃতিবিজড়িত?  
 ৰ ক তিনি  
 ৱ গ সাত  
 ৳ খ পাঁচ  
 ৴ ধ নয়

৩৫. দুই বিঘা জমি পেলে বাগান কী হবে?  
 ৰ ক সুন্দর  
 ৱ গ ফসলি  
 ৳ খ প্রস্থে ও দৈর্ঘ্যে সমান  
 ৴ ধ অনেক ফুল

৩৬. "সঙ্গ পুরুষ যেথায় মানুষ সে মাটি –।" শূন্যস্থানে হবে—  
 ৰ ক সোনার বাড়া  
 ৱ গ সোনা সদৃশ  
 ৳ খ বুপার বাড়া  
 ৴ ধ কাঞ্চন সম

৩৭. রাজা কিছুক্ষণ চোখ লাল করে কেমনভাবে থাকলেন?  
 ৰ ক বসে  
 ৱ গ পেছন ঘুরে  
 ৳ খ চুপ করে  
 ৴ ধ স্তর্ক্ষ হয়ে

৩৮. কত মাস পর উপেন পথে বের হয়?  
 ৰ ক এক  
 ৱ গ দুই  
 ৳ খ দেড়  
 ৴ ধ তিনি

৩৯. এ জগতে কে বেশি চায়?  
 ৰ ক গরিব  
 ৱ গ দুঃখী  
 ৳ খ যার কম আছে  
 ৴ ধ যার বেশি আছে

৪০. কার হস্ত সমস্ত কাঙালের ধন চুরি করে?  
 ৰ ক গরিবের  
 ৱ গ প্রজার  
 ৳ খ রাজার  
 ৴ ধ উপেনের

৪১. জমি-ভিটেমাটি হারিয়ে উপেন কী বেশে ঘুরতে লাগল?  
 ৰ ক ভিক্ষুক  
 ৱ গ দরবেশ  
 ৳ খ সম্মানী  
 ৴ ধ মুসাফির

৪২. উপেন কার শিষ্য হয়ে দেশে দেশে ঘুরতে লাগল?  
 ৰ ক সাধুর  
 ৱ গ বামুনের  
 ৳ খ মহারাজের  
 ৴ ধ প্রসন্নের

৪৩. উপেন ঘুরতে ঘুরতে কত বছর কাটিয়েছে?  
 ৰ ক বারো-তেরো  
 ৱ গ চৌদ-পনেরো  
 ৳ খ তেরো-চৌদ  
 ৴ ধ পনেরো-যোলো

৪৪. উপেন আবার নিজ গ্রামে ফিরে এলো কেন?  
 ৰ ক রাজা ফিরতে বলেছেন বলে  
 ৱ গ ঘুরতে ঘুরতে গ্রাম পড়েছে বলে  
 ৳ খ খুব বাসনা হয়েছে বলে  
 ৴ ধ স্বপ্নাদেশ পেরেছে বলে

৪৫. বুকড়া মধু রঞ্জেছে—  
 ৰ ক বঙ্গের বধূ  
 ৱ গ বাংলার রাখালের  
 ৳ খ বাংলার প্রকৃতির  
 ৴ ধ দেশমাত্কার

৪৬. উপেন নিজ গ্রামে প্রবেশ করে কখন, কোন সময়ে?  
 ৰ ক দুই দিন পরে, প্রথম প্রহরে  
 ৱ গ দুই দিন পরে, দ্বিতীয় প্রহরে  
 ৳ খ তিন দিন পরে, চতুর্থ প্রহরে  
 ৴ ধ চার দিন পরে, চতুর্থ প্রহরে

৪৭. গ্রামে কেরার সময় উপেন রাখতলা রেখেছিল—  
 ৰ ক বামে  
 ৱ গ সৈবাণে  
 ৳ খ ডানে  
 ৴ ধ নৈরাতে

৪৮. গ্রামের দক্ষিণে কার বাড়ি?  
 ৰ ক কামার বাড়ি  
 ৱ গ তাঁতি বাড়ি  
 ৳ খ জেলে বাড়ি  
 ৴ ধ কুমোর বাড়ি

৪৯. "পাঁচরঙ্গ পাতা অঙ্গলে গাঁথা, পুঁশে খচিত কেশ!"— কার কথা বলা হয়েছে?  
 ৰ ক উপেনের বউয়ের  
 ৱ গ বাংলার তরুণীর  
 ৳ খ বাঙ্গালীর  
 ৴ ধ উপেনের জমিটির

৫০. উপেন তার পূর্বের দুই বিঘা জমি বা বঙ্গভূমিকে কী আখ্যা দিয়েছে?  
 ৰ ক ছিনালী  
 ৱ গ ডাইনী  
 ৳ খ রাক্ষসী  
 ৴ ধ সর্বগ্রাসিনী

- |     |   |  |
|-----|---|--|
| ৫১. | ক্ষতবিক্ষত হৃদয়ে কে চারিদিকে ফিরে কিরে দেখছিল?   | গু. পারিষদ দল  |
| গ   | ক মালি  | ৩) রাজা  |
| ৫২. | শিক্ষার্থ ও টীকা ▶ পাঠ্যবই; পৃষ্ঠা ৭১   |  |
| ৫৩. | ‘ধাম’ শব্দের অর্থ কী?<br>অথবা, ‘দুই বিঘা জমি’ কবিতায় কবি ‘ধাম’ বলতে কী<br>বুঝিয়েছেন?  | [ন. বো. '১৭]<br>[জ. বো. '১৫]   |
| গ   | ক খড়ের গাদা<br>গ খড়ের গাড়া   | ৩) শ্যাওলার স্তুপ<br>৪) তীর্থস্থান   |
| ৫৪. | ‘দুই বিঘা জমি’ কবিতায় ‘সপ্তম সুর’ বলতে কী বোঝানো<br>হয়েছে?  | [য. বো. '১৫; কু. বো. '১৬]  |
| ক   | ক কর্কশ সুর<br>গ মধ্যম স্বর   | ৩) সাতটি সুর<br>৪) উচ্চ স্বর   |
| ৫৫. | ‘প্রহর’ বলতে বোঝায়? [মতিবিল সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা;<br>জয়পুরহাট সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]<br>ক দুই ষষ্ঠা কাল<br>গ চার ষষ্ঠা কাল | [আইডিয়াল কুল আ্যান্ড কলেজ, মতিবিল, ঢাকা]<br>৩) তিন ষষ্ঠা কাল<br>৪) পাঁচ ষষ্ঠা |
| খ   |   |  |
| ৫৬. | ‘লক্ষ্মীছাড়া’ শব্দের ব্যবহারিক অর্থ কোনটি?   | [কানিরাবাদ ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক কুল, নাটোর]                                    |
| গ   | ক ধর্মহীন<br>গ দুর্ভাগ্য  | ৩) বেআদব<br>৪) ভাগ্যবান  |
| ৫৭. | ‘ভূধন’ শব্দের অর্থ কী?<br>[চট্টগ্রাম সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়; কলেজিয়েট মাধ্যমিক বিদ্যালয়, বরিশাল]  |  |
| খ   | ক সাগর<br>গ বন  | ৩) নদী<br>৪) পর্বত   |
| ৫৮. | কত কাঠায় এক বিঘা?  |  |
| খ   | ক দশ<br>গ ত্রিশ   | ৩) কুড়ি<br>৪) চালিশ   |
| ৫৯. | ‘পাপি’ শব্দের অর্থ হলো—   |  |
| ঘ   | ক জল<br>গ সলিল  | ৩) নীর<br>৪) হাত   |
| ৬০. | ‘পেঙ্গুচিনু’ বলতে বোঝানো—   |  |
| ক   | ক পৌছে গেলাম<br>গ পড়ে গেলাম  | ৩) পেয়ে গেলাম<br>৪) পিছু হটলাম  |
| ৬১. | ‘আদালতের হুকুম বা নির্দেশনামা’ বোঝানো হয়েছে কোনটি স্বারা?  |  |
| ঘ   | ক নথি<br>গ প্রেরণ   | ৩) দরখাস্ত<br>৪) ডিক্রি  |
| ৬২. | পাঠের উদ্দেশ্য ▶ পাঠ্যবই; পৃষ্ঠা ৭২   |  |
| ৬৩. | ‘দুই বিঘা জমি’ কবিতা পাঠ করে শিক্ষার্থীরা কোন চেতনা লাভ<br>করবে?  |  |
| গ   | ক গরিবদের প্রতি নিঃস্তুর হবে<br>৩) গরিবদের প্রতিবাদী হতে শেখাবে<br>গ গরিবদের প্রতি প্রতিক্রিয়াশীল হবে<br>৪) গরিবদের প্রতি সহানুভূতিশীল হবে     |  |
| ৬৪. | পাঠ-পরিচিতি ▶ পাঠ্যবই; পৃষ্ঠা ৭২  |  |
| ৬৫. | উপেনের পরিচয় কী?   |  |
| গ   | ক স্কুল জোতদার<br>গ দরিদ্র কৃষক   | ৩) প্রাণিক নাগরিক<br>৪) গ্রামের জমিদার   |
| ৬৬. | শক্তির দাপটে অন্যায়কে ন্যায় বলে প্রতিষ্ঠা করে—  |  |
| গ   | ক উপেন<br>গ সম্পদশালী ব্যক্তি   | ৩) পরিতোষ<br>৪) সাধারণ মানুষ   |

## কবি-পরিচিতি ► পাঠ্যবই: পৃষ্ঠা 92

৬৫. কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম তারিখ হলো—  
 ক) ১৮৪১ খ্রিস্টাব্দের ৭ই মে      খ) ১৮৫১ খ্রিস্টাব্দের ৭ই মে  
 গ) ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দের ৭ই মে      ঘ) ১৮৭১ খ্রিস্টাব্দের ৭ই মে
৬৬. ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দের ৭ই মে বাংলা কত সাল কত তারিখ?  
 ক) ১২৬৮ খ্রিস্টাব্দের ২৩শে বৈশাখ      খ) ১১৬৮ খ্রিস্টাব্দের ২৩শে বৈশাখ  
 গ) ১২৬৮ খ্রিস্টাব্দের ২৫শে বৈশাখ      ঘ) ১৩৬৮ খ্রিস্টাব্দের ২৫শে বৈশাখ
৬৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কোন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন?  
 ক) ঠাকুর      খ) নাথ  
 গ) রবীন্দ্র      ঘ) সিংহ
৬৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবি প্রতিভার উন্মেষ ঘটে কখন?  
 ক) ছোটবেলা      খ) যুবক বয়সে  
 গ) মধ্য বয়সে      ঘ) বৃদ্ধ হয়ে
৬৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কোন বিষয়ে নোবেল পুরস্কার পান?  
 ক) শান্তিতে      খ) সাহিত্যে  
 গ) সাংবাদিকতায়      ঘ) অর্থনীতিতে
৭০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কত খ্রিস্টাব্দে নোবেল পুরস্কার পান?  
 ক) ১৯১২      খ) ১৯১৩  
 গ) ১৯১৪      ঘ) ১৯১৫
৭১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কোন কাব্যের জন্য নোবেল পুরস্কার পান?  
 ক) চিত্রা      খ) বলাকা  
 গ) গীতাঞ্জলি      ঘ) গীতিকাঞ্জলি
৭২. আমাদের জাতীয় সংগীতের লেখক হলেন—  
 ক) মাইকেল মধুসূদন দত্ত      খ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর  
 গ) কাজী নজরুল ইসলাম      ঘ) জীবনানন্দ দাশ
৭৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মৃত্যুবরণ করেন ১৩৪৮ বঙ্গাব্দে—  
 ক) ২০শে বৈশাখ      খ) ২৫শে বৈশাখ  
 গ) ২০শে শ্রাবণ      ঘ) ২২শে শ্রাবণ
৭৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মৃত্যুর তারিখ কোনটি?  
 ক) ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দের ৭ই মে      খ) ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দের ৭ই মে  
 গ) ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দের ৭ই আগস্ট      ঘ) ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দের ১০ই জুন

## বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর

৭৫. “আজ কোন গ্রীতে কারে ভুলাইতে ধরেছে বিলাসবেশ”— পঞ্জিকিটে উপেনের যে অনুভূতি প্রকাশ পেয়েছে তা হলো— [ক্. বো. '১৯]  
 i. ক্ষোভ  
 ii. ধিক্কার  
 iii. অসহায়তা  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 ক) i      খ) i ও ii      গ) iii      ঘ) i ও iii
৭৬. ‘দুই বিদ্যা জমি’ কবিতার জমিদারবাবু উপেনকে ভিটেছাড়া করেছে— [ক্. বো. '১৮]  
 i. আত্মস্বার্থে  
 ii. মিথ্যা মামলার  
 iii. কৌশল করে  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 ক) i ও ii      খ) i ও iii      গ) ii ও iii      ঘ) i, ii ও iii
৭৭. ‘দুই বিদ্যা জমি’ কবিতায় উপেন চরিত্রের যেসব বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে— [ক্. বো. '১৭]  
 i. সৃতিকাতরতা  
 ii. দেশপ্রেম  
 iii. প্রতিবাদমুখরতা  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 ক) i ও ii      খ) i ও iii      গ) ii ও iii      ঘ) i, ii ও iii

৭৮. ‘মেহের সে দানে বহু সম্মানে বাবেক ঠেকানু মাথা’— এ চরণে উপেনের যে মনোভাব ব্যক্ত হয়েছে তা হলো—  
 [মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, যশোর]  
 i. সৃতিকাতরতা  
 ii. কৃতজ্ঞতা  
 iii. প্রকৃতিপ্রেম  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 ক) i ও ii      খ) i ও iii      গ) ii ও iii      ঘ) i, ii ও iii
৭৯. ‘দুই বিদ্যা জমি’ কবিতায় সমাপ্তি ঘটেছে কীসের মাধ্যমে?  
 [সৈয়দপুর সরকারি কারিগরী কলেজ]  
 i. রাগ  
 ii. মনোবেদনা  
 iii. আক্ষেপ  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 ক) i      খ) ii      গ) i, ii ও iii
৮০. ‘দৈন্যের দায়ে বেচিব সে মায়ে এমনি লক্ষ্মীছাড়া’ এখানে ‘লক্ষ্মীছাড়া’ বলতে কী বুঝানো হয়েছে— [কুড়িগ্রাম সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়]  
 i. দুর্ভাগ্য  
 ii. ভাগ্যহীন  
 iii. সৌভাগ্য  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 ক) i ও ii      খ) i ও iii      গ) ii ও iii      ঘ) i, ii ও iii
৮১. ‘দুই বিদ্যা জমি’ কবিতাটিতে কবি তাদের স্বরূপ তুলে ধরেছেন, যারা— [ন্যাশনাল আইডিয়াল ছুল, ঢাকা; রংপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]  
 i. সাধারণের সম্পদ লুট করে  
 ii. অন্যায়কে ন্যায় বলে ভাবে  
 iii. গরিবের প্রতি সহানুভূতিশীল  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 ক) i      খ) i ও ii      গ) ii ও iii      ঘ) i, ii ও iii
৮২. ভিটেমাটি ছাড়ার পর উপেনের সময় কেটেছে—  
 i. মনোহর তীর্থস্থান দেখে  
 ii. পথে বিবর্ণ-বিশীর্ণ বাস্তবতা দেখে  
 iii. মনোরম বৈচিত্র্যময় দৃশ্য দেখে  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 ক) i ও ii      খ) ii ও iii      গ) i ও iii      ঘ) i, ii ও iii
৮৩. “বুকড়ো মধু বক্সের বধু জল লয়ে যায় ঘরে— মা বলিতে প্রাপ করে আনচান, চোখে আসে জল ভরে।” এই চরণ দুটিতে কোন ভাব ব্যক্ত হয়েছে?  
 i. জল আনয়নরত নারীর রূপসৌন্দর্য  
 ii. কটসহিক্ষু প্রামীণ নারীর চিত্র  
 iii. নারীর জীবনবাস্তবতার অনুপম বিষয় আশয়  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 ক) i ও ii      খ) i ও iii      গ) ii ও iii      ঘ) iii
৮৪. ‘দুই বিদ্যা জমি’ কবিতায় প্রকাশ পেয়েছে—  
 i. দরিদ্রের করুণ অবস্থা  
 ii. ধনীদের সম্পদ লোভ  
 iii. ধনীদের নিষ্ঠুরতা  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 ক) i ও ii      খ) i ও iii      গ) ii ও iii      ঘ) i, ii ও iii
৮৫. উপেন চরিত্রে প্রকাশ পেয়েছে—  
 i. পূর্বপুরুষের প্রতি শ্রদ্ধা  
 ii. ক্ষমতালোভ  
 iii. দেশপ্রেম  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 ক) i ও ii      খ) i ও iii      গ) ii ও iii      ঘ) i, ii ও iii

**অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর**






## গুরুত্বপূর্ণ সৃজনশীল প্রক্ষেপণ ও উত্তর



শিখনফলের ধারায় প্রণীত



পৃষ্ঠা ০১ | মাজুশাহী বোর্ড ২০১৯

ওসমান ওয়াজেদ চৌধুরীর বর্গাচাষি। সে জমির কসলের তিন ভাগের  
দু-ভাগ পায়। একবার জমির বন্দোবস্তের কথা বলে জমির মালিক  
ওয়াজেদ চৌধুরী ওসমানের টিপসহি নিয়ে রাখে। ফসল তোলার সময়  
ওয়াজেদ চৌধুরীর লোক দুই ভাগ দাবি করলে ওসমান এর কারণ  
জানতে চায়। মালিকপক্ষ মিথ্যা ঝাপের প্রসঙ্গে এনে ওসমানের  
টিপসহি দেখায়। এতে ওসমান ক্ষণ হয়ে তীব্র প্রতিবাদ জনায়।  
বলে— ‘রক্ত চুইব্যা খাইছে। অজম করতে দিয়ু না, যা থাকে কপালে।’  
ওসমানের সাথে বাকি নির্ধারিত চাবিরাও যোগ দেয়।

- ক. 'দুই বিঘা জমি' কবিতাটি পাঠের উদ্দেশ্য কী? ১

খ. 'চেঁরে দেখো মোর আছে বড়ো-জোর মরিবার মতো ঠাই।'-  
উক্তিটির কারণ বর্ণনা কর। ২

গ. উদ্দীপকের ওয়াজেদ চৌধুরীর কসলের দুই ভাগ দাবি 'দুই বিঘা  
জমি' কবিতার কোন বিষয়টির সাথে সম্পৃক্ষ? ব্যাখ্যা দাও। ৩

ঘ. উদ্দীপকের ওসমানের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যকে ধারণ করলে  
উপেনকে ভিটেছাড়া হতে হতো না।— উভয়ের সপক্ষে যঙ্গি দাও। ৪

୧ନ୍ ପ୍ରକାଶନ ଉତ୍ସବ

► ଶିଖନଫଳ ୧

- ক** • 'দুই বিঘা জমি' কবিতাটি পাঠের উদ্দেশ্য— শিক্ষার্থীদের শোষকশ্রেণির নিটর শোষণ ও গরিবদের দৰ্দশা সম্পর্কে জানানো।

**খ** • ‘চেয়ে দেখো যোর আছে বড়ো-জোর ঘরিবার যতো ঠাই’ বলতে দুই  
বিস্তা জগিটি মে ডাপাৰুৰ শেষ সম্বল সে বিষয়টি বোঝানো হৈছে।

- 'দুই বিঘা জমি' কবিতার উপেন একজন দরিদ্র কৃষক। জমিদারের বাগানের পাশে তার দুই বিঘা জমি রয়েছে। এই জমি তার পৈতৃক ভিটা। তার সাত পুরুষের জন্মস্থান। জমিদার তার বাগান দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে সমান করার জন্য উপেনের কাছ থেকে সেই জমি কিনে নিতে চায়। উপেন তখন জমিদারকে বলে যে, জমিদার তো ভূষামী তার ভূমির শেষ নেই কিন্তু এই দুই বিঘে জমিই তার শেষ সংস্কার। তার সাত পুরুষের বসত ভিটের এটুকু ভূমিটি তার শেষ আশ্রয়স্থল। তাই সে প্রশ়াঙ্ক উঙ্গিটি করে।

- গ** • উদ্দীপকের ওয়াজেন চৌধুরীর ফসলের দুই ভাগ দাবি 'দুই বিঘা  
জমি' কবিতার শোষক জমিদারের অন্যায়ভাবে উপেনের জমি দখলের  
বিষয়টির সাথে সম্পর্ক।

- ধনীরা জোর করে অন্যের সম্পত্তি কেড়ে নিয়ে আরও বেশি ধনী হতে চায়। দরিদ্রের প্রতি তাদের অমানবিক আচরণ লক্ষ করা যায় সর্বত্র। নিজের স্বর্খের জন্য অন্যের সর্বস্ব কেড়ে নেওয়া তাদের স্বভাব।

- উদ্বীপকে বর্গাচারি ওসমানের ওপর জমির মালিক ওয়াজেদ  
চৌধুরীর অমানবিক আচরণের দিকটি তুলে ধরা হয়েছে। ওয়াজেদ  
চৌধুরী মিথ্যা ঝণের প্রসঙ্গে এনে ওসমানের টিপসহি দেখিয়ে ফসলের  
দুই ভাগ দাবি করেছে। উদ্বীপকের এই বিষয়টি 'দুই বিঘা জমি'  
কবিতায় মিথ্যা দেনার খত। উপেনের দুই বিঘা জমি লিখে নেওয়ার  
প্রতারণার সঙ্গে সাদশ্যপর্ণ। জমিদার উপেনের দুই বিঘা জমি কিনে

নিয়ে তার শব্দের বাগানের দৈর্ঘ্য প্রশ্নে সমান করতে চেয়েছিলেন। উপেন তাতে রাজি না হওয়ায় ষড়যন্ত্র করে তিনি আদালতের মিথ্যা হুকুমনামা দেখিয়ে উপেনকে ভিটে মাটি ছাড়া করেছেন। তারা উভয়েই অমানবিক; শোষক চরিত্রের অধিকারী।

- ব.** ০ “উদ্দীপকের ওসমানের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যকে ধারণ করলে উপেনকে ভিটেছাড়া হতে হতো না।”— মন্তব্যটি যথার্থ বলে ধরা যায়।
- ০ দুর্বলের প্রতি সবলের অত্যাচার সর্বত্র। এর প্রধান কারণ মানুষের অমানবিকতা এবং অত্যাচারের প্রতিবাদ না করা। দেয়ালে পিঠ না ঢেকলে কেউ প্রতিবাদ করতে চায় না। ফলে অন্যায়কারী শোষকরা তাদের নির্মম অত্যাচার চালিয়ে যায়।
- ০ উদ্দীপকে ওসমান একজন বর্গাচারি। জমির মালিক ওয়াজেদ চৌধুরী শোষক শ্রেণির প্রতিনিধি। গরিব অসহায়দের শোষণ করে সে আধিপত্য বিস্তার করে। জমির বন্দোবস্তের কথা বলে সে ওসমানের টিপসহি নিয়ে ষড়যন্ত্র করে। তার লোকেরা ওসমানের কাছে ফসলের দুই ভাগ দাবি করে। ওসমান কারণ জানতে চাইলে তারা মিথ্যা ঝণের কথা বলে সেই টিপসহি দেখায়। তাদের সেই অন্যায় ওসমান মেনে নেয় না। সে ফসলের দুই ভাগ না দিয়ে প্রতিবাদ করে। শোষকদের উদ্দেশ্যে সে বলে তার কপালে ঘা থাকে থাকুক, শোষকদের সে আর রক্ত চুষে খেতে দেবে না। তার সঙ্গে তার মতো নির্যাতিত অন্যান্য চারিবাঁও যোগ দেয়। উদ্দীপকের এই ওসমানের মতো যদি ‘দুই বিঘা জমি’ কবিতার উপেন প্রতিবাদ করত, তাহলে তার দুই বিঘা জমি হারাতে হতো না। কিন্তু ওসমানের মতো, উপেন প্রতিবাদ করেনি। জমিদার বাবুর অন্যায় মেনে নিয়ে প্রাম ছেড়েছে। আবার ফিরে এসে নিজের গাছের আম কুড়িয়ে— চোর সাব্যস্ত হয়েছে।
- ০ ‘দুই বিঘা জমি’ কবিতায় উপেনের প্রতিবাদহীনতা তার ভিটে-মাটি হারানোর অন্যতম কারণ হিসেবে ধরা যায়। সে নীরবে সাত পুরুষের ভিটে মাটি ছেড়ে পথে নেমেছে। উদ্দীপকের ওসমান ওয়াজেদ চৌধুরীর অন্যায়ের প্রতিবাদ করেছে। নির্যাতিতদের নিয়ে সে রুখে দাঁড়িয়েছে। এই দিক বিচারে প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথার্থ।

### প্রশ্ন ০২ সিলেট বোর্ড ২০১৮

এস. কে. কারখানায় ৯ বছর ধরে কাজ করে কালাম। গত চার বছর ধরে বেতনের টাকার চার ভাগের এক ভাগ মালিকের কাছে জমা রাখে মেয়ের বিয়ের জন্য। এবারের দুই মেয়ের বিয়ে ঠিক করে টাকা নিতে গেলে কারখানার মালিক টাকার কথা অধীকার করে। কালাম পাওনা টাকার জন্য পীড়াপীড়ি শুরু করলে মালিক তাকে চাকরি থেকে ছাটাই করে দেয়। কালাম অন্য শহরে গিয়ে চাকরি খুঁজে নিয়ে ভালোভাবে জীবন কাটায়।

- ক. জমিদার উপেনের দুই বিঘা জমি নিতে চাইল কেন? ১  
 খ. ‘মরিবার মতো ঠাই’ বলতে কী বোঝানো হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ২  
 গ. উদ্দীপকে কারখানা মালিকের মধ্যে ‘দুই বিঘা জমি’ কবিতার জমিদারের যে আচরণ প্রকাশ পেয়েছে তা ব্যাখ্যা কর। ৩  
 ঘ. উদ্দীপকের কালামের সাথে উপেনের সাদৃশ্য থাকলেও বৈসাদৃশ্যও আছে। কবিতার বিষয়বস্তুর আলোকে মন্তব্যের যৌক্তিকতা মূল্যায়ন কর। ৪

২ন্দ প্রশ্নের উত্তর

► শিখনফল ১

- ব.** ০ জমিদার তার বাগান দৈর্ঘ্যে ও প্রশ্নে সমান করার জন্য উপেনের দুই বিঘা জমি নিতে চাইল।
- ব.** ০ ‘মরিবার মতো ঠাই’ বলতে বোঝানো হয়েছে শেষ সম্বল।
- ০ ‘দুই বিঘা জমি’ কবিতার উপেন একজন দরিদ্র কৃষক। জমিদারের বাগানের পাশে তার দুই বিঘা জমি রয়েছে। এই জমি তার পৈতৃক ভিটা। তার সাত পুরুষের জন্মস্থান। জমিদার তার বাগান দৈর্ঘ্যে ও প্রশ্নে সমান করার জন্য উপেনের কাছ থেকে সেই জমি কিনে নিতে চায়। উপেন তখন জমিদারকে বলে যে, জমিদার তো ভূষামী তার ভূমির শেষ নেই কিন্তু এই দুই বিঘা জমিই তার শেষ সম্বল। তার শেষ আশ্রয়স্থল। তাই সে প্রশ্নোক্ত উক্তিটি করে।

**গ.** ০ উদ্দীপকের কারখানা মালিকের মধ্যে ‘দুই বিঘা জমি’ কবিতার জমিদারের নিষ্ঠুর আচরণ প্রকাশ পেয়েছে।

০ মানুষের চাহিদার শেষ নেই। অতিরিক্ত চাহিদার কারণে মানুষ অন্যায় কাজে লিপ্ত হয়। অন্যের শেষ সম্বলটুকু আঞ্চলিক করতেও তখন তার বাধে না। তাদের অন্যায়, শোষণ ও নির্যাতনের কারণে সাধারণ মানুষ দুঃখ-দুর্দশায় পতিত হয়।

০ উদ্দীপকের কারখানা মালিক একজন নিষ্ঠুর শোক। সে তার কাছে জমা রাখা কালামের টাকার কথা অধীকার করে। কালাম জোর করে টাকা চাইলে সে কালামকে চাকরি থেকে ছাটাই করে দেয়। ‘দুই বিঘা জমি’ কবিতার জমিদারও এমন নিষ্ঠুর আচরণ করে কৃষক উপেনের সঙ্গে। নিজের বাগান বাড়াতে সে মিথ্যা মামলা দিয়ে উপেনের সাতপুরুষের ভিটাটুকু কেড়ে নেয়। এমনকি উপেনকে গ্রামছাড়া করে। উভয়ের চরিত্রেই ফুটে উঠেছে শোষণ ও নিষ্ঠুরতা। তাই বলা যায় যে, উদ্দীপকের কারখানা মালিকের মধ্যে ‘দুই বিঘা জমি’ কবিতার জমিদারের নিষ্ঠুর আচরণ প্রকাশ পেয়েছে।

**ঘ.** ০ উদ্দীপকের কালামের সাথে উপেনের সাদৃশ্য থাকলেও বৈসাদৃশ্যও আছে।— মন্তব্যটি যৌক্তিক।

০ যুগ যুগ ধরে ধনী ব্যক্তির দরিদ্রদের শোষণ করে আসছে। তাদের শোষণের ফলে দরিদ্র মানুষ আরও দরিদ্র হয়ে পড়ে। সবার উচিত স্বার্থাবেষী মনোভাব ত্যাগ করে অসহায় দরিদ্রের প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়া।

০ উদ্দীপকের কালাম ও ‘দুই বিঘা জমি’ কবিতার উপেন উভয়ের শিকার হয়েছে। উদ্দীপকের কালাম তার কারখানা মালিকের কাছে নিজের বেতনের একটা অংশ জমায়। প্রয়োজনের সময় সে চাইতে গেলে তার মালিক তা অধীকার করে এবং চাকরি থেকে ছাটাই করে। অন্যদিকে আলোচ্য কবিতার উপেন জমিদারের কাছে নিজের শেষ সম্বল দুই বিঘা জমি বিক্রয় করতে চায় না কিন্তু জমিদার মিথ্যা মামলা দিয়ে তা কেড়ে নেয় এবং তাকে গ্রামছাড়া করে। শোষিত হওয়ার দিক থেকে উভয়ের মধ্যে সাদৃশ্য থাকলেও উভয়ের চিত্তা-চেতনাগত বৈসাদৃশ্যও আছে।

০ উদ্দীপকের কালামের সাথে উপেনের সাদৃশ্য হলো শোষিত হওয়ার। আর বৈসাদৃশ্য হলো চিত্তা-চেতনার। কেননা উপেনের মধ্যে জন্মভূমির প্রতি যে প্রেম প্রকাশ পেয়েছে তা উদ্দীপকের কালামের চরিত্রে অনুপস্থিত। কারণ উদ্দীপকের কালাম অন্য জায়গায় সুখ খুঁজে নিতে পারলেও আলোচ্য কবিতার উপেন তার পূর্বপুরুষের স্মৃতিবিজড়িত জন্মভূমিকে, দুই বিঘা জমিকে ভুলতে পারে না। তাই বলা যায় যে, প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথার্থ।

### প্রশ্ন ০৩ ঢাকা বোর্ড ২০১৯

হোসেন একজন বর্গাচারি। অন্যের জমি চাষাবাদের মাধ্যমে তার সংসার চলে। একমাত্র মেয়ে রহিমাকে লেখাপড়া শেখানোর জন্য ক্ষুলে পাঠায়। কিন্তু বিভবান রহমত আলী বিষয়টা ভালোভাবে নেয় না। ষড়যন্ত্র করে রহমত তাকে ভিটে-মাটিছাড়া করে। হোসেন নিরূপায় হয়ে দূর ধামে চলে যায়। রহমত আলীর বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া ছেলে অমিত পিতার কর্মকাণ্ডে বিরত ও লজ্জিত হয় এবং পিতাকে এ ধরনের অমানবিক আচরণ থেকে বিরত করে হোসেনকে তার ভিটায় ফেরার ব্যবস্থা করে।

ক. ‘দুই বিঘা জমি’ কবিতায় উপেন কত দিন পর ভিটে-মাটি ছেড়ে পথে বের হলো? ১

খ. ‘তুমি মহারাজ সাধু হলে আজ’— এ কথা বলার কারণ কী? ২

গ. উদ্দীপকের রহমত আলীর সাথে ‘দুই বিঘা জমি’ কবিতার সাদৃশ্যপূর্ণ চরিত্রিত ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. ‘দুই বিঘা জমি’ কবিতার উপেন যদি উদ্দীপকের হোসেনের অবস্থায় পড়তেন তাহলে উপেনকে ভিটে-মাটি হারাতে হতো না।— মন্তব্যটি বিশ্লেষণ কর। ৪

৩নং প্রশ্নের উত্তর

► শিখনফল ২

**ক.** ০ ‘দুই বিঘা জমি’ কবিতায় উপেন দেড় মাস পর ভিটে-মাটি ছেড়ে পথে বের হলো।

৪. ০ "তুমি মহারাজ সাধু হলে আজ" – বলতে অত্যাচারী জমিদার বাবুর আচরণকে বোঝানো হয়েছে।

৫. যে জমিদার অন্যায় ভাবে উপনের সব কেড়ে নিয়েছে। সেই জমিদারই উপেনকে আম চুরির দায়ে চোর বলে। দরিদ্র কৃষক উপেনকে প্রতারণা করে বাড়িছাড়া করে জমিদার। উপেন দীর্ঘদিন পর গ্রামে ফিরে আসে। উপেন তারই লাগানো আমগাছের নিচে এসে বসে। বিশ্রাম নেওয়ার সময় গাছ থেকে দুটি আম পড়ে। তখন উপেন ঐ আম দুটি কুড়িয়ে নেয়। আম দুটি নেওয়ার জন্য সেই প্রতারক জমিদার উপেনকে চোর বলে সাব্যস্ত করে। উপেন তখন মনের কল্পে এই উক্তি করে।

৬. ০ উদ্দীপকের রহমত আলীর সঙ্গে 'দুই বিঘা জমি' কবিতার জমিদার বাবু সাহেব চরিত্রটি সাদৃশ্যপূর্ণ।

৭. যুগ যুগ ধরে ধনীরা দরিদ্রের শোষণ করে আসছে। তাদের শোষণের ফলে দরিদ্র মানুষ আরও দরিদ্র হয়ে পড়ে। মানবতার দিক থেকে সবার উচিত হতদরিদ্রদের প্রতি সহানুভূতিশীল আচরণ করা এবং তাদের সম্পত্তি গ্রাস না করা।

৮. উদ্দীপকের বিভবান রহমত আলীর অমানবিকতা প্রকাশ পেয়েছে। এখানে রহমত আলী অন্যায়ভাবে অন্যের জমি দখল করে। বর্গাচাষি হোসেনের ভিটেমাটি কেড়ে নেওয়ার ষড়যন্ত্র করে। উদ্দীপকের রহমত আলীর হীন মানসিকতা 'দুই বিঘা জমি' কবিতার জমিদার বাবুর হীন মানসিকতার সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। 'দুই বিঘা জমি' কবিতায় জমিদার বাবু বাগান করার জন্য দরিদ্র কৃষক উপেনের দুই বিঘা জমি কেড়ে নিয়ে তাকে গ্রামছাড়া করে। উদ্দীপকের রহমত আলীও নিজের সম্পদ বাড়ানোর জন্য অন্যায়ভাবে বর্গাচাষি হোসেনকে ভিটে-মাটিছাড়া করে। এরা দুজনই অমানবিক চরিত্রের অধিকারী। উভয়ের কর্মকাণ্ডই একসূত্রে গাঁথা।

৯. ০ 'দুই বিঘা জমি' কবিতার উপেন যদি উদ্দীপকের হোসেনের অবস্থায় পড়তেন তাহলে উপেনকে ভিটে-মাটি হারাতে হতো না।— মন্তব্যটি যথার্থ।

১০. সমাজে স্বার্থবাদীরা নিজের স্বার্থের জন্যে নানা রকম অন্যায় কাজ করে। তারা ক্ষমতার অপব্যবহার করে দরিদ্রের সামান্য সম্পদও ভাঙ্গাসাঁও করে। নিজেদের সম্পদ আরও বাড়াতে চায়। তাদের এ হীন মানসিকতায় সমাজের সাধারণ মানুষ নানা সমস্যায় পতিত হয়।

১১. উদ্দীপকে অমানবিক রহমত আলীর ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে বর্গাচাষি হোসেন নিরূপায় হয়ে নিজের গ্রাম ছেড়ে দূর গ্রামে চলে যায়। এর সঙ্গে 'দুই বিঘা জমি' কবিতার দুই বিঘা জমি হারিয়ে উপেনের গ্রাম ছেড়ে চলে যাওয়ার মিল রয়েছে। উদ্দীপকের ষড়যন্ত্রকারীর শক্তিত ছেলে অমিত পিতার কর্মকাণ্ডে বিরুদ্ধ ও লজ্জিত হয়ে হোসেনকে আবার তার গ্রামে তার ভিটায় ফেরার ব্যবস্থা করে। 'দুই বিঘা জমি' কবিতার উপেনের ক্ষেত্রে তা ঘটে না। কারণ উপেনকে ফিরিয়ে আনার জন্য জমিদার বাবুর পরিবার থেকে উদ্দীপকের অমিতের মতো কেউ এগিয়ে আসেনি।

১২. 'দুই বিঘা জমি' কবিতায় উপেন সাতপুরুষের ভিটে-মাটি হারিয়ে তা আর জমিদার বাবুর থেকে ফেরত পায়নি। বরং বাতাসে ঝরে পড়া দুটি আম কুড়িরে সে চোর বলে সাব্যস্ত হয়েছে। উপেন যদি হোসেনের অবস্থায় পড়ত তাহলে ন্যায্য বিচার পেত। এ কারণেই বলা যায় প্রশ়িক্ষিত মন্তব্যটি যথার্থ।

#### প্রশ্ন ০৪: দিনাজপুর বোর্ড ২০১৯

রমিছা বিভিন্ন বাড়িতে গৃহকর্মীর কাজ করে অতি কল্পে দুটো সত্তান ও পঙ্গু স্বামী নিয়ে সংসার চালায়। পাঁচ বছর আগে সে একটি স্থানীয় সমিতিতে ডিপিএস খুলেছিল। মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার পর টাকা তুলতে গিয়ে দেখে ঐ সমিতির অফিসে তালা ঝুলছে। আশেপাশের মানুষের মুখে শুনল, তারা টাকা-পয়সা নিয়ে পালিয়েছে। রমিছা হাহাকার করে উঠল; কপাল চাপড়াতে চাপড়াতে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।

ক. কাঙালের ধন কে চুরি করে?

খ. 'যত হাসো আজ যত করো সাজ ছিলে দেবী, হলে দাসী।' কেন বলেছিল?

গ. উদ্দীপকের রমিছা চরিত্রটি 'দুই বিঘা জমি' কবিতার যে চরিত্রের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ তা বর্ণনা কর।

ঘ. উদ্দীপকটি 'দুই বিঘা জমি' কবিতায় সমাজের এক বিশেষ শ্রেণির প্রতি ইঙ্গিত করে— তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও।

৪ শিখনফল ২

ক. ০ কাঙালের ধন রাজা চুরি করে।

খ. ০ উপেনের অতি যত্নের 'দুই বিঘা জমি' বর্তমানে জমিদারের মনোরঞ্জনের জন্য ব্যবহৃত হওয়ায় তা দেবী থেকে দাসীতে পরিণত হয়েছে তোবে সে প্রশ়িক্ষিত কথাটি বলেছিল।

গ. ০ 'দুই বিঘা জমি' কবিতায় জমিদার বাগান করার জন্য দরিদ্র কৃষক উপেনের দুই বিঘা জমি কেড়ে নিয়ে তাকে গ্রামছাড়া করে। উপেন সম্মানবিবেশে দেশে-দেশে ঘুরে পনেরো-ষোলো বছর পর আবার তার নিজ গ্রামে ফিরে আসে। সাত পুরুষের স্মৃতিবিজড়িত সেই দুই বিঘা জমির কাছে এসে উপেন দেখে সেন্দিনের সব চিহ্ন মুছে সেখানে জমিদারের শখের ফুল বাগান গড়ে উঠেছে। যে জমি উপেনের কাছে দেবীর সম্মান পেয়েছিল সেই জমি এখন জমিদারের মনোরঞ্জনের জন্য দাসীতে পরিণত হয়েছে। এই অবস্থা লক্ষ করে উপেন ব্যাথাত্তুর মনে প্রশ়িক্ষিত কথাটি বলেছে।

ঘ. ০ উদ্দীপকের রমিছা চরিত্রটি 'দুই বিঘা জমি' কবিতার উপেন চরিত্রের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

১. যুগ যুগ ধরে দরিদ্ররা শোষণ-বঞ্চনার শিকার হয়ে আসছে। ধনী মহাজন, জোতদার জমিদারদের অত্যাচার, নির্মতা ও শোষণের শিকার হয়ে অসহায় মানুষের জীবন আরও করুণ হয়ে ওঠে।

২. উদ্দীপকে বিভিন্ন বাড়িতে গৃহকর্মী হিসেবে কাজ করে পঙ্গু স্বামী ও সত্তানদের নিয়ে জীবনযাপনকারী রমিছার অসহায় অবস্থার কথা বলা হয়েছে। সে স্থানীয় একটি সমিতিতে ডিপিএস খুলে তাতে নিয়মিত টাকা জমা রাখত। মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার পর ঐ টাকা তুলতে গিয়ে অফিস রুমে তালা ঝুলতে দেখে এবং লোকমুখে তাদের পালিয়ে যাওয়ার কথা শুনে সে হাহাকার করে ওঠে। উদ্দীপকের রমিছার সঙ্গে এই প্রতারণার ঘটনাটি 'দুই বিঘা জমি' কবিতার উপেনের সঙ্গে জমিদার বাবুর প্রতারণা করে 'দুই বিঘা জমি' কেড়ে নেওয়ার ঘটনাটি সাদৃশ্যপূর্ণ। উপেন এ জমি বিক্রি না করায় জমিদার মিথ্যা দেনার খত দেখিয়ে উপেনকে নিঃস্ব করে রাস্তায় বসিয়েছে। একেত্রে উপেন এবং উদ্দীপকের রমিছা উভয়ই অভিন্ন অসহায় চরিত্র।

৩. ০ উদ্দীপকটি 'দুই বিঘা জমি' কবিতায় সমাজের এক বিশেষ শ্রেণির প্রতি ইঙ্গিত করে— মন্তব্যটি যথার্থ।

৪. গরিব মানুষ নানাভাবে শোষণের শিকার হয়। তারা দুর্বল ও অসহায় এলে ধনী শোষকদের অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে পারে না। কখনো যদি কেউ প্রতিবাদ করে, তখন সে আরও নির্যাতনের শিকার হয়।

৫. উদ্দীপকে এক গৃহকর্মীর বহু কল্পে জমানো ডিপিএস-এর টাকা নিয়ে পালিয়ে যাওয়ার ঘটনা তুলে ধরা হয়েছে। গৃহকর্মী রমিছা প্রতারক চক্রের অমানবিকতার শিকার হয়ে নিঃস্ব হয়ে পড়ে। এই বিশেষ শ্রেণি হচ্ছে শোষক শ্রেণি। যারা গরিব ও অসহায়দের নানাভাবে শোষণ করে তাদেরকে একেবারে পথের কাঙাল করে ছাড়ে। উদ্দীপকের রমিছা এবং 'দুই বিঘা জমি' কবিতার উপেন এ বিশেষ শ্রেণির শোষণ-প্রতারণার শিকার। সমাজে এই শ্রেণি আধিপত্য বিস্তার করে গরিব অসহায়দের জিমি করে রাখে। কবিতার জমিদার বাবু এই বিশেষ শ্রেণির প্রতিনিধি।

৬. ০ 'দুই বিঘা জমি' কবিতায় জমিদার বাবু উপেনকে মিথ্যা মামলার ফাঁদে ফেলে তার সাত পুরুষের ভিটেমাটি দুই বিঘা জমি দখল করে নেয়। উদ্দীপকে ডিপিএস-এর নাম করে সমিতির লোকজন দরিদ্র রমিছার বহু কল্পে জমানো টাকা নিয়ে পালিয়ে যায়। এরা প্রত্যেকেই শার্ধপর অমানবিক শোষক শ্রেণির লোক। উদ্দীপকটি এই বিশেষ শ্রেণির প্রতিই ইঙ্গিত করেছে, যা 'দুই বিঘা জমি' কবিতায়ও প্রতিফলিত।

**প্রশ্ন ০৫** খুলনা জিলা স্কুল

একমাত্র ছেলের চিকিৎসার জন্য প্রতিবেশী রোগীর কাছ থেকে কাগজে টিপসই দিয়ে কিছু টাকা ধার নেয় সরল বিশ্বাসী মজিদ। দীর্ঘ দিন পর ছেলেকে সৃষ্টি করে বাড়ি ফিরে দেখে পাটোয়ারীর লোকজন তার একমাত্র কৃষি জমিটিকু দখল করে নিয়েছে। মজিদ কারণ জানতে চাইলে পাটোয়ারী সাফ সানিয়ে দেয়, “জমি বিক্রি করেই তো তৃষ্ণি আমার কাছ থেকে টাকা নিয়েছিলে। তোমার টিপসই দেওয়া এই কাগজই তার প্রমাণ।”

ক. ডিক্রি কী? ১

খ. উপেন তার বসতভিটাকে ‘নিলাজ কুলটা’ বলেছে কেন? ২

গ. উদ্দীপকের মজিদের সাথে ‘দুই বিঘা জমি’ কবিতার উপেনের সাদৃশ্য বর্ণনা কর। ৩

ঘ. “উদ্দীপকের রোগীর পাটোয়ারী যেন ‘দুই বিঘা জমি’ কবিতার ভূমারীয়ার যোগ্য প্রতিনিধি।”— উক্তিটি মূল্যায়ন কর। ৪

## ৫েং প্রশ্নের উত্তর

► শিখনফল ২

**ক.** • ‘ডিক্রি’ হলো আদালতের হুকুম বা নির্দেশনামা।

**খ.** • জমিদার জোর করে উপেনের কাছ থেকে জমি কেড়ে নিয়ে সেখানে উদ্যান করেছে। জমি সেই বাহারি ফুল-ফল বুকে ধারণ করে আছে বলে উপেন জমিকে নিলাজ কুলটা বলেছিল।

• উপেন ভিটামাটিছাড়া হয়ে দেশে দেশে ঘুরে বেড়িয়েছে। কিন্তু কোথাও শান্তি পায়নি। সবসময় তার জমির কথা মনে পড়েছে। বহু দিন পর ফিরে এসে জমিটি দেখে অবাক হয়েছে। জমিদারের লাগানো বাহারি ফুল-পাতায় উদ্যান চকচক করছে। জমির এই সাজসজ্জা দেখে উপেন ক্ষোভে ফেটে পড়ে জমিটিকে নিলাজ কুলটা বলেছে।

**গ.** • শোষিত ও বঙ্গিত হওয়ার দিক থেকে উদ্দীপকের মজিদের সাথে ‘দুই বিঘা জমি’ কবিতায় উপেনের সাদৃশ্য রয়েছে।

• আমাদের সমাজে অর্ধনৈতিক বৈষম্য প্রবল ও ভয়ানক আকার ধারণ করেছে। ধনি শ্রেণির লোকজন সবসময় দরিদ্রকে শোষণ করতে চায়। তাদের উপর ভর দিয়ে উন্নতির শিখরে উঠতে চায়।

• উদ্দীপকের মজিদ শোষণ ও প্রতারণার শিকার। সে প্রতিবেশী রোগীর কাছ থেকে টিপসই দিয়ে টাকা ধার নেয়। পরিণামে তার জমি দখল করে নেয় রোগী। অন্যদিকে ‘দুই বিঘা জমি’ কবিতার উপেনকে জমিদারের মিথ্যা দেনার দায়ে ভিটেমাটিছাড়া করে। শেষ পর্যন্ত চুরির মিথ্যা অপবাদ দিয়ে নিজের ভিটা থেকে বিতাড়িত করে। শোষিত ও প্রতারিত হওয়ার দিক থেকে উভয়ের সাদৃশ্য বিদ্যমান।

**ঘ.** • উদ্দীপকের রোগীর পাটোয়ারী যেন ‘দুই বিঘা জমি’ কবিতার ভূমারীয়ার যোগ্য প্রতিনিধি। উক্তিটি যথার্থ।

• সম্পদশালীরা অন্যের সম্পদ হরণ করে নিজেদের সম্পদ বৃদ্ধি করে। ছলে-বলে-কৌশলে প্রতারণা করে তারা নিজের স্বার্থ সিদ্ধি করে। এভাবেই তারা গড়ে তোলে সম্পদের পাহাড়।

• উদ্দীপকের রোগীর পাটোয়ারী একজন প্রতারক ও সুদোরে। সে প্রতিবেশী মজিদের বিপদের সময় টিপসই নিয়ে টাকা ধার দেয় এবং কৌশলে সে জমি দখল করে নেয়। ‘দুই বিঘা জমি’ কবিতার জমিদার বা ভূমারীও এমন একজন প্রতারক ও শোষক। সে উপেনের শেষ সম্বল দুই বিঘা জমি দখল করে নেয় মিথ্যা দেনার দায়ে।

• ‘দুই বিঘা জমি’ কবিতার জমিদার দরিদ্র উপেনের জমি গ্রাস করার জন্য তাকে ভিটেমাটিছাড়া করে। মিথ্যা চুরির অপবাদ দেয়। উদ্দীপকের রোগীও প্রতারণা করে প্রতিবেশী মজিদের জমি দখল করে। সুতরাং বলা যায় উক্তিটি যথার্থ।

**প্রশ্ন ০৬** বিষয় : শোষক শ্রেণির অত্যাচার।

দেখিনু সে দিন রেলে,

কুলি বলে এক বাবু সাব তারে ঠেলে দিলে নিচে ফেলে—

চোখ ফেটে এলো জল।

এমনি করে কি জগৎ জুড়িয়া গার থাবে দুর্বল?

[তথ্যসূত্র : কুলি-মজুর— কাজী নজরুল ইসলাম]

ক. ‘দুই বিঘা জমি’ কবিতায় উল্লিখিত নদীর নাম কী? ১

খ. ‘নিশীথ শীতল মেহ’ বলতে কী বোঝানো হয়েছে? বুবিয়ের লেখ। ২

গ. উদ্দীপকের বাবুর সাথে ‘দুই বিঘা জমি’ কবিতার কোন চরিত্রের সাদৃশ্য রয়েছে? আলোচনা কর। ৩

ঘ. “উদ্দীপকে ‘দুই বিঘা জমি’ কবিতার সাথে মিল রেখে শোষণের চিত্র প্রতিফলিত হলেও কবিতার বিষয়বস্তু আরও বিস্তৃত।”— মন্তব্যটি বিচার কর। ৪

## ৬েং প্রশ্নের উত্তর

► শিখনফল ২

**ক.** • ‘দুই বিঘা জমি’ কবিতায় উল্লিখিত নদীর নাম গজগা।

**খ.** • ‘নিশীথ শীতল মেহ’কে দিঘির কালো জলের সাথে তুলনা করা হয়েছে।

• বাংলাদেশের গ্রামগুলো ছায়ায় ঘেরা সবুজ, সুন্দর, যেন শান্তির নীড়। অবারিত মাঠ দিগন্তে মিলিয়ে যায়। সবুজ-শ্যামল আমের বাগানগুলোকে রাখালের খেলাঘর ভেবে ভুল হয়। এই মাত্তুমির দিঘির জলও হৃদয় জুড়নো গভীর মমতায় ভরা।

**গ.** • উদ্দীপকের বাবুর সঙ্গে ‘দুই বিঘা জমি’ কবিতার জমিদার চরিত্রের সাদৃশ্য রয়েছে।

• ধনীরা চিরকালই দুর্বলদের নানাভাবে শোষণ করে আসছে। তাদের হীনস্বার্থ চরিত্রার্থ করার জন্য শোষণ করে গরিবদের। ধনী, প্রভাবশালীর লোভের আক্রোশে মানুষ জীবনের শেষ সম্বলটিকুণ্ড হারিয়ে নিঃস্ব হয়ে যায়।

• উদ্দীপকের কবিতাংশে শোষক শ্রেণির অত্যাচারের দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে। এখানে বাবু কুলির ওপর অত্যাচার করেছে। ‘দুই বিঘা জমি’ কবিতায়ও জমিদার দরিদ্র কৃষক উপেনের ওপর শোষণ-অত্যাচার করেছে। জমিদার তার শখের বাগানটি দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে সমান করতে মিথ্যে মামলা দিয়ে উপেনের শেষ সম্বলটিকুণ্ড দখল করে নেয়। উপেন তার জমি হারিয়ে পথে পথে ঘোরে। তাই বলা যায়, শোষক শ্রেণির অত্যাচারের দিক থেকে উদ্দীপকের বাবুর সঙ্গে ‘দুই বিঘা জমি’ কবিতার জমিদার চরিত্রের সাদৃশ্য রয়েছে।

**ঘ.** • ‘উদ্দীপকে ‘দুই বিঘা জমি’ কবিতার সঙ্গে মিল রেখে শোষণের চিত্র প্রতিফলিত হলেও কবিতার বিষয়বস্তু আরও বিস্তৃত।”— মন্তব্যটি যথার্থ।

• মানুষ লোভের বশবর্তী হয়ে হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। নিজের স্বার্থ চরিত্রার্থ করতে গরিবদের শোষণ করতেও কৃতিত হয় না। শোষণ-অত্যাচারের শিকার হয়ে নিরীহ মানুষের জীবন অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে।

• ‘দুই বিঘা জমি’ কাহিনি কবিতায় জমিদারের নিষ্ঠুর শোষণ ও গরিবদের দুর্দশার কথা বলা হয়েছে। দরিদ্র কৃষক উপেন সাত-পুরুষের স্মৃতিবিজড়িত দুই বিঘা জমি জমিদারের প্রতারণায় হারিয়ে বাধ্য হয় পথে বের হতে। উদ্দীপকেও দুর্বলদের ওপর শোষক শ্রেণির অত্যাচারের দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে।

• উদ্দীপকে ‘দুই বিঘা জমি’ কবিতার সঙ্গে মিল রেখে দরিদ্র-অসহায় মানুষের ওপর শোষক শ্রেণির নির্মল অত্যাচারের দিকটি প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু আলোচ্য কবিতায় এই বিষয়টি ছাড়াও ভূমারীয়ার ষড়যন্ত্র, জমিদারের ষার্থাৰোবী মনোভাব, উপেনের ষদেশের প্রতি ভালোবাসা, প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের বর্ণনা ইত্যাদি বিষয় প্রতিফলিত হয়েছে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায়, উদ্দীপকে ‘দুই বিঘা জমি’ কবিতার সঙ্গে মিল রেখে শোষণের চিত্র প্রতিফলিত হলেও কবিতার বিষয়বস্তু আরও বিস্তৃত। তাই প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথার্থ।



**প্রশ্ন ০৭ যশোর বোর্ড ২০১৮**

দিনমঙ্গুর ভবেশ মেয়ের বিয়ের জন্য মহল্লার ধনী ব্যবসায়ী গোপাল সাহার কাছ থেকে পাঁচ হাজার টাকা ঝণ নেয়। ধূর্ত গোপাল সাহা লিখিত প্রমাণ থাকার কথা বলে সাদা কাগজে ভবেশের টিপসই রেখে দেয়। দু'মাস না যেতেই সে দলবল নিয়ে ভবেশের ভিটে-মাটি দখল করে। প্রচার করে জমি নাকি সে কিনে নিয়েছে।

- ক. আদালতের হুকুম বা নির্দেশনামাকে কী বলে? ১  
 খ. 'তাই লিখি দিল বিশ্বনিখিল দু'বিঘার পরিবর্তে।' চরণটি বুঝিয়ে লেখ। ২  
 গ. উদ্দীপকের গোপাল সাহা কোন দিক থেকে 'দুই বিঘা জমি' কবিতার জমিদার? ব্যাখ্যা কর। ৩  
 ঘ. উদ্দীপকের ভবেশ কি পঠিত কবিতার উপেন? তোমার উভয়ের পক্ষে যুক্তি দাও। ৪

**৭নং প্রশ্নের উত্তর**

► শিখনফল ৩

- ক:** • আদালতের হুকুম বা নির্দেশনামাকে বলে ডিক্রি।  
**খ:** • 'তাই লিখি দিল বিশ্বনিখিল দু'বিঘার পরিবর্তে।'— চরণটির  
 • মাধ্যমে উপেনের শেষ সম্বল দুই বিঘা জমি হারানোকে বোঝানো হয়েছে।  
 • উপেনের শেষ সম্বল দুই বিঘা জমিও জমিদার কিনে নিতে চায়। উপেন রাজি না হলে তার বিরুদ্ধে যিথ্যা মামলা দিয়ে জমিদার জোরপূর্বক সেই জমির কেড়ে নেয়। এতে একেবারেই ভিটেছাড়া, নিঃস্ব হয়ে পড়ে উপেন। ভিটেছাড়া হয়ে পথে নামে উপেন। আর এই পথে নামাকেই উপেন তুলনা করেছে পুরো দুনিয়া লিখে দেওয়ার সাথে। কারণ সব হারিয়ে পথে পথে ঘুরে বেড়ানো ছাড়া তার আর কোনো উপায় ছিল না। সেজন্যই উপেন মনে করেছে তার দুই বিঘা জমির পরিবর্তে তাকে যেন পুরো বিশ্ব লিখে দেওয়া হয়েছে।  
**গ:** • উদ্দীপকের গোপাল সাহা প্রতারণা ও জুলুম করে অন্যের জমি দখল করার দিক থেকে 'দুই বিঘা জমি' কবিতার জমিদার।

- ক্ষমতাধরনা নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য ক্ষমতার অপব্যবহার করে। অনেকে আবার জোরজুলুম করে অন্যের সহায়-সম্পদ হস্তগত করে সম্পদের পাহাড় বানায়। বর্তমানে সুমাজে এ অন্যায় প্রকট আকার ধারণ করে আছে।

- উদ্দীপকে গোপাল সাহা একজন যিথ্যবাদী ও প্রতারক। সে দিনমঙ্গুর ভবেশকে মেয়ের বিয়ের জন্য পাঁচ হাজার টাকা ধার দেয় আর প্রমাণ হিসেবে সাদা কাগজে টিপসই নিয়ে রাখে। দু'মাস যেতে না যেতেই সে যিথ্যে দলিল দেখিয়ে দলবল নিয়ে ভবেশের ভিটেমাটি দখল করে স্থানীয় জমিদার। শখের বাগানকে দৈর্ঘ্য-প্রস্ত্রে সমান করার জন্য সে উপেনকে যিথ্যা দেনার দায়ে জড়িয়ে তার ভিটেমাটি দখল করে। তাই বলা যায় যে, এই জোর-জবরদস্তি করে অন্যের জায়গা জমি দখলের দিক দিয়ে উদ্দীপকের গোপাল সাহা 'দুই বিঘা জমি' কবিতার জমিদার।

- ঘ:** • না, আংশিক সাদৃশ্য থাকলেও উদ্দীপকের ভবেশ পঠিত কবিতা 'দুই বিঘা জমি'র উপেন হয়ে উঠতে পারেন।

- সম্পদের প্রতি লোড থাকে অনেকের। বিশেষ করে যারা ধনী তারা আরও বেশ করে সম্পদের মালিক হতে চায়। লোড তাদের কখনই কমে না। গরিবের বেঁচে থাকার শেষ অবলম্বনও তারা প্রাস করতে কুষ্ঠিত হয় না।

- উদ্দীপকে এক হতভাগ্য দিনমঙ্গুর ভবেশ। মেয়ের বিয়েতে টাকা ধার করতে ব্যবসায়ী গোপাল সাহার কাছে যায়। ব্যবসায়ী ৫ হাজার টাকা ঝণ দেয় এবং সাদা কাগজ ভবেশের টিপ সই নিয়ে রাখে। তার কিছুদিন পর জোর করে ভবেশের জায়গাজমি দখল করে নিলে সে নিঃসম্বল হয়ে পড়ে। 'দুই বিঘা জমি' কবিতার উপেনও জমিদারের

রোষানলে পড়ে তার ভিটেমাটি হারায়। এটুকু সাদৃশ্য থাকলেও উদ্দীপকের ভবেশ কবিতার উপেন হয়ে উঠতে পারেন।

- 'দুই বিঘা জমি' কবিতায় উপেন একজন দরিদ্র কৃষক। জমিদারের চোখ পড়ে তার শেষ সম্বল দুই বিঘা জমির ওপর। উপেন জমি বিক্রি করতে না চাইলে জমিদার যিথ্যা দেনার দায়ে তার জমি দখল করে নেয়। উপেন নিঃস্ব হয়ে পথে বেরিয়ে পড়ে। দীর্ঘ দিন সে পথে পথে ঘোরে, জন্মভূমির কথা মরণ করে কট পায়। শেষ পর্যন্ত কিন্তু জন্মভূমির টানে আবার ফিরে আসে গ্রামে। নিজের গাছের আম কুড়াতে গেলে চোর প্রতিপন্ন হয়। উপেনের জীবনের এসব ঘটনা ভবেশের জীবনে ঘটেন। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের ভবেশ আলোচ্য কবিতার উপেন হয়ে উঠতে পারেন।

**প্রশ্ন ০৮ সিলেট বোর্ড ২০১৯**

দিনমঙ্গুর সিরাজ মিয়া একমাত্র পুত্র হাসিবের দুরারোগ্য ব্যাধির চিকিৎসা করতে গিয়ে প্রায় সর্বহারা। ছেলে বাঁচানোর সর্বোচ্চ চেষ্টা করার জন্য শেষ সম্বল বস্তভিটা বন্ধক রাখার সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রতিবেশী আজিম মাস্টারের কাছে গেলে তিনি বলেন, "তোমার বস্তভিটা হারানোর দরকার নেই, বরং টাকা আমি দিচ্ছি। তৃষ্ণি ধীরে ধীরে শোধ করে দিও। তোমার ছেলেতো আমার ছেলের মতোই।" একথা শুনে কৃতজ্ঞতায় সিরাজের চোখে জল নামে।

- ক. 'খত' কী? ১  
 খ. উপেন সন্ন্যাসী বেশে ঘুরে বেড়াতে লাগল কেন? ২  
 গ. উদ্দীপকের সিরাজ মিয়ার সাথে 'দুই বিঘা জমি' কবিতার উপেনের বৈসাদৃশ্য বর্ণনা কর। ৩  
 ঘ. "উদ্দীপকের আজিম মাস্টারের মানসিকতা ও 'দুই বিঘা জমি' কবিতার জমিদারের মানসিকতা যদি এক হতো তাহলে উপেনের এমন করুণ পরিণতি হতো না।"— মতব্যটি বিচার কর। ৪

**৮নং প্রশ্নের উত্তর**

► শিখনফল ৪

- ক:** • 'খত' অর্থ ঝণপত্র বা ঝণের দলিল।  
**খ:** • লোভী ও অত্যাচারী জমিদারের কাছে ভিটেমাটি হারিয়ে উপেন সন্ন্যাসী বেশে পথে পথে ঘুরে বেড়াতে লাগল।  
 • উপেন একজন দরিদ্র কৃষক। দুই বিঘা মাত্র তার সম্পত্তি। কিন্তু জমিদার তার দুই বিঘা জমি কিনে বাগান বানাতে চাইলে সে রাজি হয় না। এতে সে জমিদারের কোপানলে পড়ে। তাকে যিথ্যা দেনার দায়ে জড়িয়ে ভিটেমাটি ছাড়া করে। এরপর উপেন সন্ন্যাসী বেশে পথে পথে ঘুরতে লাগল।  
**গ:** • উদ্দীপকের সিরাজ মিয়ার সঙ্গে 'দুই বিঘা জমি' কবিতার উপেনের বৈসাদৃশ্য রয়েছে।  
 • ধনিকশ্রেণি কর্তৃক অসহায় দরিদ্রদের ওপর জুলুম করা, অত্যাচার চালানো একটি নৈমিত্তিক ঘটনা। কিন্তু এরও ব্যক্তিক্রম রয়েছে। যারা মানবিক চেতনার অধিকারী তারা দরিদ্র ও অসহায়দের পাশে দাঁড়ান। এর ফলে সাহায্য প্রার্থীরা বা অসহায়রা অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার প্রেরণা পায়।

- উদ্দীপকের সিরাজ মিয়া পুত্রের চিকিৎসা করার জন্য জমি বন্ধক রাখতে আজিম মাস্টারের কাছে গেলে তিনি বিনা শর্তে টাকা ধার দেন। এতে সিরাজ মিয়া কৃতজ্ঞতায় কেঁদে ফেলে। অপরদিকে দুই বিঘা জমি' কবিতার উপেন জমিদারের লোড ও রোসানলে পড়ে শেষ সম্বল ভিটেমাটি হারায়। যিথ্যা দেনার দায়ে শেষ পর্যন্ত সন্ন্যাসী হয়ে পথে বের হয়। সিরাজ মিয়া সহমর্মিতা পেয়েছে। কিন্তু উপেন শোষিত হয়েছে। এ দিক থেকেই সিরাজ মিয়ার সঙ্গে কবিতার উপেনের বৈসাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়।

**ঘ** • ‘উদ্বীপকের আজিম মাস্টারের মানসিকতা ও ‘দুই বিঘা জমি’ কবিতার জমিদারের মানসিকতা যদি এক হতো তাহলে উপেনের এমন করুণ পরিণতি হতো না।’— মন্তব্যটি যথার্থ।

• ধনি ব্যক্তিরা অনবরত দরিদ্রদের শোষণ করে চলেছে। কিন্তু এর ব্যতিক্রম হলে সমাজ-সংসার কত সুন্দর হয়ে উঠত। স্বার্থচিন্তা বাদ দিয়ে অপরকে সাহায্য করা কিংবা পাশে দাঁড়ানোর চেষ্টা করার মাঝে মানবিকতার পরিচয় ফুটে ওঠে। সবার উচিত স্বার্থচিন্তা ত্যাগ করে সহানুভূতিশীল হওয়া।

• উদ্বীপকের মানবিকতার চরম দৃঢ়ত স্থাপন করা হয়েছে। আজিম মাস্টার দিন মঞ্জুর সিরাজ মিয়াকে বিনা শর্তে টাকা ধার দেন ছেলের চিকিৎসা করানোর জন্য। জমি বন্ধকের প্রসঙ্গ উঠলে তিনি তাতে রাজি হন না। এই আজিম মাস্টারের মতো ‘দুই বিঘা জমি’ কবিতার জমিদারের মানসিকতা হলে উপেনের এমন করুণ পরিণতি হতো না। কেননা জমিদার উপেনের ভিটেমাটি কেড়ে নিয়ে তাকে পথে বের করে দিয়েছে।

• ‘দুই বিঘা জমি’ কবিতার উপেন দরিদ্র কৃষক। কিন্তু জমিদার তার ভিটেমাটি মিথ্যা দেনার দায়ে কেড়ে নেয়। এতটুকু সহানুভূতি সে পায় না। অপরদিকে উদ্বীপকের আজিম মাস্টার বিনা শর্তে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন। এসব দিক বিচারে বলা যায়, প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথার্থ।

### প্রশ্ন ৯ কুমিল্লা বোর্ড ২০১৮

দেশের উন্নয়ন পরিকল্পনায় সরকার সালেকের বসতভিটা অধিভুক্ত করে। জমির বাজারমূল্যের চেয়ে অনেক বেশি টাকা পেয়েছে সে। তবু সে এই বসতভিটার মায়া ভুলতে পারে না। আশৈশব স্মৃতিবিজড়িত সেই বাড়ি। বাবা, মা ও একমাত্র সন্তানের কবর রয়েছে এখানে। এসবের মূল্য তো আর কেউ দিতে পারে না। তবু দেশের কল্যাণের কথা ভেবে সে অন্যত্র চলে যায়।

ক. পাঁচরঙা পাতা অঞ্চলে গাঁথা,— শূন্যস্থানে কী বসবে? ১

খ. উপেনের ঘরবাড়ি ছেড়ে পথে বের হওয়ার কারণ কী? ২

গ. উদ্বীপক ও ‘দুই বিঘা জমি’ কবিতার ঘটনাগত সাদৃশ্য বর্ণনা কর। ৩

ঘ. উদ্বীপকের সালেকের চেয়ে ‘দুই বিঘা জমি’ কবিতার উপেনের কষ্ট অনেক গভীর— মন্তব্যটি যাচাই কর। ৪

১৯ প্রশ্নের উত্তর

► শিখনফল ৪

**ক** • ০ পাঁচরঙা পাতা অঞ্চলে গাঁথা,— শূন্যস্থানে বসবে—‘পুষ্পে ঝচিত কেশ।’

**খ** • উপেনের ঘরবাড়ি ছেড়ে পথে বের হওয়ার কারণ হলো মিথ্যা দেনার খতে ভিটেমাটি হারানো।

• বাগানকে দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে সমান করার জন্য রাজা উপেনের দুই বিঘা জমি কিনে নিতে চান। কিন্তু উপেন সাত পুরুষের ভিটে মাটি ঐ দুই বিঘা জমি বিক্রি করতে রাজি হয় না। তাই জমিদার বাবু ষড়যন্ত্র করে উপেনের নামে মিথ্যা ডিক্রি করে এবং দেনার খতে উপেনকে সেই জমি ছেড়ে দিতে বাধ্য করে। এ কারণেই উপেন ঘরবাড়ি ছেড়ে পথে বের হলো।

**গ** • উদ্বীপক ও ‘দুই বিঘা জমি’ কবিতার মধ্যে দুজন মানুষের ভিটে হারানোর সাদৃশ্য বিদ্যমান।

• জন্মভূমির প্রতি মানুষের ভালোবাসা সহজাত। জগৎসংসারে নানা সমস্যা সংকটে পড়ে মানুষকে তা ছাড়তে হলেও মন তার পড়ে থাকে প্রিয় সেই স্থানে। মানুষ তার জন্মভূমির প্রতি গভীর টান অনুভব করে স্মৃতিকাতর হয়। মা-বাবা, ভাই-বোন, আত্মীয়-পরিজন নিয়ে বসবাস করার স্থানের কথা মানুষ ভুলে থাকতে পারে না।

• উদ্বীপকে সালেকের আশৈশব স্মৃতিবিজড়িত বসতভিটা দেশের উন্নয়নে সরকার অধিগ্রহণ করে। বাজারমূল্যের অনেক বেশি টাকা দিয়ে

সরকার তা কিনে নিলেও সালেক তার মায়া ভুলতে পারে না। সেখানে তার বাবা, মা ও একমাত্র সন্তানের কবর রয়েছে। এসবের মূল্য তো তাকে কেউ দিতে পারবে না। এই ঘটনাটি ‘দুই বিঘা জমি’ কবিতার জমিদার কর্তৃক উপেনকে ভিটেছাড়া হওয়ার সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। জমিদার তার শখের বাগানের দৈর্ঘ্য-প্রস্থের মাপ সমান করতে উপেনের শেষ সম্বল দুই বিঘা জমি কিনে নিতে চায়। উপেন তাতে রাজি হয় না বলে জমিদার কৌশলে তাকে মিথ্যা দেনার ফাঁদে ফেলে ভিটেছাড়া করে। কিন্তু উপেন তার সাত পুরুষের স্মৃতিবিজড়িত ভিটেমাটির কথা ভুলতে পারে না। সে সব হারিয়ে সম্মানী বেশে সাধুর শিষ্য হয়ে পনেরো-ষোলো বছর দেশে-দেশে ঘূরে আবার সেই দুই বিঘা জমির কাছেই কিরে আসে। উপেনের শৈশবের স্মৃতিবিজড়িত জন্মস্থানের প্রতি যে গভীর অনুরাগ প্রকাশ পেয়েছে তা উদ্বীপকের সালেকের মধ্যেও প্রতিফলিত হয়েছে। তাই বলা যায় যে, উদ্বীপক ও আলোচ্য কবিতার মধ্যে দুজন মানুষের ভিটে হারানোর সাদৃশ্য বিদ্যমান।

**ঘ** • উদ্বীপকের সালেকের চেয়ে ‘দুই বিঘা জমি’ কবিতার উপেনের কষ্ট অনেক গভীর— মন্তব্যটি যথার্থ।

• সমাজে ধনিকশ্রেণি দরিদ্রশ্রেণির ওপর নানাভাবে অত্যাচার, নির্যাতন চালায়। তারা হতদরিদ্র মানুষের শেষ সম্বলটুকু কেড়ে নিতেও কৃষ্ণিত হয় না। তারা নিজেদের স্বার্থকেই বড় করে দেখে। নিম্নশ্রেণির নিরম অসহায় মানুষের আহাজারিতে তাদের কঠিন হৃদয় বিগলিত হয় না। তারা অর্থ দিয়ে সবকিছু কিনে নিতে চায়।

• ‘দুই বিঘা জমি’ কবিতায় দুর্বলের প্রতি সবলের অত্যাচারের দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে। এখানে বাগানের দৈর্ঘ্য-প্রস্থ সমান করতে জমিদার বাবু দরিদ্র কৃষক উপেনের দুই বিঘা জমি কিনে নিতে চায়। কিন্তু সাত পুরুষের স্মৃতিবিজড়িত সেই জমি উপেন বিক্রি করতে চায় না। কারণ এটুকু জমিই তার শেষ সম্বল। জমিদার ষড়যন্ত্র করে দেড় মাসের মধ্যেই আদালতের হুকুমনামা দেখিয়ে উপেনকে ভিটেছাড়া করে। সাত পুরুষের স্মৃতিবিজড়িত ভিটা ছেড়ে উপেন পথে পথে ঘূরে বেড়ায়। উপেনের বসতভিটা ছেড়ে অন্যত্র চলে যাওয়ার সঙ্গে উদ্বীপকের সালেকের মিল আছে। কিন্তু তার জীবনের করুণ দশার সঙ্গে সালেকের পার্থক্য বিদ্যমান। কারণ সালেকের বসতভিটা সরকার দেশের উন্নয়ন পরিকল্পনায় অধিভুক্ত করেছে। এ জমির জন্য সালেকে বাজারমূল্যের চেয়ে অনেক বেশি টাকা পেয়েছে। কিন্তু উপেনের দুই বিঘা জমি জমিদার জোর করে কেড়ে নিয়েছে। এর জন্য উপেন কোনো টাকা পায়নি। দুই বিঘা জমি হারিয়ে উপেন সন্ম্যাসীরেশে দেশে-দেশে ঘূরেছে। উদ্বীপকের সালেককে তা করতে হয়নি।

• ‘দুই বিঘা জমি’ কবিতায় উপেন পনেরো-ষোলো বছর ধরে দেশে-দেশে ঘূরে অবশেষে তার শৈশবের ভিটেমাটিতে ফিরে এসে লাঞ্ছনার শিকার হয়েছে। নিজের গাছের বাতাসে পড়া দুটো আম কুড়াতে গিয়ে মালির হাতে নির্যাতিত হয়েছে। জমিদার তাকে সাধুবেশে পাকা চোর বলে অভিহিত করেছে। উদ্বীপকের সালেককে এমন অপমানিত হতে হয়নি। সে দেশের কল্যাণের কথা ভেবে আশৈশবের স্মৃতিবিজড়িত বসতভিটা ছেড়ে টাকা নিয়ে অন্যত্র চলে গেছে। এসব দিক বিচারে তাই বলা যায়, প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথার্থ।

### প্রশ্ন ১০ বিষয় : দরিদ্রশ্রেণির ওপর বিভাগীয়দের শোষণ।

অধর কহিলেন, মাকে পোড়াবি ত গাছের দাম পাঁচটা টাকা আন্‌গে। পারবি?

কাঙালী জানিত তাহা অসম্ভব। তাহার উত্তরীয় কিনিবার মূল্যবুর্প তাহার ভাত খাইবার পিতলের কাঁসিটি বিন্দির পিসি একটি টাকায় বাঁধা দিতে গিয়াছে সে চোখে দেখিয়া আসিয়াছে, সে ঘাড় নাড়িল, বলিল, না।

অধর মুখখানা অত্যন্ত বিকৃত করিয়া কহিলেন, না ত, মাকে নিয়ে  
নদীর ঢায় পুঁতে ফেল গে যা। কার বাবার গাছে তোর বাপ কৃতুল  
ঠেকাতে যায়— পাজি, হতভাগা, নছার! কাঙালী বলিল, সে যে  
আমাদের উঠোনের গাছ বাবুমশায়! সে যে আমার মায়ের হাতে  
পোতা গাছ।

হাতে পোতা গাছ! পাড়ে, ব্যাটাকে গলাধাকা দিয়ে বার করে দে ত!

|তথ্যসূত্র : অভগীর সর্গ— শরণচন্দ্ৰ চট্টোপাধ্যায়।

- |   |   |
|---|---|
| ক. কবিতায় কার জমি হারানোর কথা বলা হয়েছে?  | ১ |
| খ. ছোট গ্রামগুলোকে শান্তির নীড় বলা হয়েছে কেন?   | ২ |
| গ. উদ্দীপকের কাঙালী চরিত্রের সঙ্গে 'দুই বিঘা জমি' কবিতার<br>কোন চরিত্রের মিল রয়েছে? বুঝিয়ে লেখ। | ৩ |
| ঘ. "উদ্দীপকটি 'দুই বিঘা জমি' কবিতার মূলভাবকে ধারণ<br>করে।"— মূল্যায়ন কর।                         | ৪ |

#### ১০নং প্রশ্নের উত্তর

► শিখনফল ৫

- ক.** • কবিতায় উপনের জমি হারানোর কথা বলা হয়েছে।
- খ.** • ছোট গ্রামগুলোকে শান্তির নীড় বলার কারণ হলো— এসব গ্রামে  
বিবাদ বা কোলাহল নেই, এখানে সরল হৃদয়ের মানুষ শান্তিপূর্ণভাবে  
বসবাস করে।
- বাংলার গ্রামগুলো আয়তনে বেশ ছোট, নানা রকম গাছপালায়  
বেশিত। গাছের ছায়ায় রাখালের কুঁড়েঘর। তাদের জীবনে কোনো  
হিংসা-বিদ্রোহ নেই। আছে শুধু খেটে খাওয়া জীবনে শান্তিময় পূর্ণতা।  
এ কারণেই ছোট গ্রামগুলোকে শান্তির নীড় বলা হয়েছে।
- গ.** • উদ্দীপকের কাঙালী চরিত্রের সঙ্গে 'দুই বিঘা জমি' কবিতার  
উপনে চরিত্রের মিল রয়েছে।
- সমাজে শ্রেণিবৈষম্য সভ্যতার শুরু থেকে নিয়ে এখন পর্যন্ত আছে।  
এই বৈষম্য মানুষে মানুষে পার্থক্য সৃষ্টি করে। এই পার্থক্যই সমাজে  
অপরাধী ও অপরাধপ্রবণতা বৃদ্ধি করে।

• উদ্দীপকের কাঙালী গাছের কথা বলতে গেলে অধর তাকে তাড়িয়ে  
দেয়। যদিও গাছটি কাঙালীর মায়ের হাতেই পোতা। এর পরেও অধর  
কাঙালীর মায়ের সৎকারের জন্য গাছটি কাটার অনুমতি দেয় না এবং  
কাঙালীকে অন্যায়ভাবে বিদায় করে দেয়। 'দুই বিঘা জমি' কবিতাতে  
জমিদার মিথ্যা মামলা দিয়ে উপনের জমি কেড়ে নেয় এবং উপনেকে  
জমি থেকে তাড়িয়ে দেয়। পরে উপনে তার জমিতে লাগানো গাছের  
আম নিলে তাকেই জমিদার চোর সাব্যস্ত করে। তাই বলা যায়,  
উদ্দীপকের কাঙালীর সঙ্গে কবিতার উপনে চরিত্রের মিল রয়েছে।

**ঘ.** • "উদ্দীপকটি 'দুই বিঘা জমি' কবিতার মূলভাবকে ধারণ  
করে।"— উক্তিটি সার্থক।

• যুগে যুগে দুর্বলের উপর সবলের অত্যাচার, নির্যাতন চলেছে।  
দুর্বলরা কখনো কখনো ঐক্যবন্ধ হয়ে সেই অন্যায়ের প্রতিবাদ  
করেছে। আবার কখনো যন্ত্রণায় কাতর হয়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে  
পড়েছে। পৃথিবীতে মালিক-মহাজনরাই উচ্চবিত্ত ও নিম্নবিত্তের মধ্যে  
শ্রেণি-বৈষম্য তৈরি করেছে।

• উদ্দীপকে কাঙালীর প্রতি অধরের ব্যবহার সমাজে বিভাগাদের  
প্রভাবের কথা মনে করিয়ে দেয়। কাঙালীদের নিজের উঠোনের গাছ  
তার মায়ের হাতে পোতা। এরপরেও অধর তা কাঙালীকে নিতে দেয়  
না। অধরের এই আচরণ সমাজের শোষণকারীদের পরিচয় বহন  
করে। 'দুই বিঘা জমি' কবিতায় উপনেকে তার জমি থেকে উচ্ছেদ  
করা এবং শেষপর্যন্ত তাকে চোর সাব্যস্ত করা সমাজের বিভাগাদের  
আগ্রাসনের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

• উদ্দীপকে দুর্বলের প্রতি বিভাগাদের প্রভাবের কথা প্রকাশ  
পেয়েছে। একইভাবে কবিতাতেও দুর্বলের প্রতি ক্ষমতাবানদের  
অত্যাচারের দিকটি প্রকাশ পেয়েছে। দুই স্থানেই শ্রেণিবৈষম্যের  
দিকটি উপস্থাপিত হয়েছে। তাই বলা যায়, উদ্দীপকটি 'দুই বিঘা জমি'  
কবিতার মূলভাবকে ধারণ করে।

#### অধিকতর অনুশীলন সহায়ক সূজনশীল প্রশ্নব্যাংক



#### মাস্টার ট্রেইনার প্যানেল কর্তৃক প্রণীত

- ১। সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে  
সার্থক জনম, মা গো, তোমায় ভালোবেসে ।।  
জানি নে তোর ধনরতন আছে কি না রানির মতন,  
শুধু জানি আমার অঙ্গ জুড়ায় তোমার ছায়ায় এসে ।।
- |তথ্যসূত্র : জন্মভূমি— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
- |  |   |
|--|---|
| ক. উপনের কোলের কাছে কয়টি পাকা ফল পড়ল?  | ১ |
| খ. 'চোখে আসে জল ভরে'— কেন? বুঝিয়ে লেখ।  | ২ |
| গ. উদ্দীপকে 'দুই বিঘা জমি' কবিতার কোন দিকটি ফুটে<br>উঠেছে? আলোচনা কর।                                | ৩ |
| ঘ. উদ্দীপকের ভাবার্থ কি 'দুই বিঘা জমি' কবিতার সমগ্রতাকে<br>ধারণ করে? তোমার উভয়ের সপক্ষে যুক্তি দাও। | ৪ |
- ২। 'রোদেলা' নামক একটি আবাসন প্রকল্পের স্বত্ত্বাধিকারী হলেন  
আবুল জব্বার। তিনি অর্থ, শক্তি ও ক্ষমতার দাপটে জমি  
কেনেন। 'রোদেলা'র গাঁঁ ঘেঁঁ গফুরের একখন্দ জমি। ভূমিদস্য  
আবুল জব্বারের চোখ পড়েছে গফুরের সেই জমির ওপর।  
গফুর পৈতৃক ভিটে বিক্রয় করতে রাজি নয়। আবুল জব্বার  
বিভ, প্রতাপ ও প্রভাব খাটিয়ে মিথ্যে মামলা দিয়ে গফুরের জমি  
দখল করে নেন।
- |   |   |
|---|---|
| ক. 'ধাম' শব্দের অর্থ কী?                | ১ |
| খ. 'চোখে আসে জল ভরে'— কেন? বুঝিয়ে লেখ। | ২ |

- গ. উদ্দীপকের গফুর এবং 'দুই বিঘা জমি' কবিতার উপনের  
সাদৃশ্য কোথায়? ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. "আবুল জব্বার এবং জমিদার উভয়ই সাধারণ মানুষের  
সম্পত্তি লুট করে সম্পদশালী হয়েছেন"— কথাটির  
যৌক্তিকতা নিরূপণ কর।
- ৩। অমল অবস্থাপন্ন লোক। তার অনেক সম্পত্তি। বাড়ির পাশে  
বিশাল খালি জায়গায় সে কারখানা তৈরির কথা ভাবছে। কিন্তু  
একপাশে অসহায় বশিরের সামান্য পরিমাণ বাস্তুভিটা রয়েছে। এ  
জায়গাটুকু অমল নিতে পারলে কারখানার কাজ করা সহজ হবে  
তবে অমল বশিরকে বাস্তুভিটার দ্বিগুণ জমি দিয়ে বশিরের  
থাকার ব্যবস্থা করে দেয়। বশিরও এতে খুশি হয়।
- |  |   |
|--|---|
| ক. উপনে কত বছর পথে পথে ঘুরে?   | ১ |
| খ. "আমি আজ চোর বটে!"— উক্তিটি ব্বারা কী বোঝানো<br>হয়েছে? ব্যাখ্যা কর।   | ২ |
| গ. উদ্দীপকের বশির এবং 'দুই বিঘা জমি' কবিতার উপনের<br>মধ্যে যে বৈসাদৃশ্য রয়েছে তা ব্যাখ্যা কর।   | ৩ |
| ঘ. উদ্দীপকের অমল বাবুর মানসিকতা জমিদারের মধ্যে ফুটে<br>উঠলে 'দুই বিঘা জমি' কবিতার কাহিনিও বদলে যেত।—<br>মন্তব্যটির যথার্থতা নিরূপণ কর। | ৪ |

## জ্ঞান ও অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও উত্তর



### টপিকের ধারায় প্রশ্নীত



#### প্রস্তুতি উপযোগী জ্ঞানমূলক প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন ১। 'পারিষদ' কারা? [ব. বো. '১৮]

উত্তর : পারিষদ হচ্ছে— মোসাহেব বা পার্শ্চর।

প্রশ্ন ২। 'দুই বিঘা জমি' কবিতাটি কোন কাব্যগ্রন্থ থেকে সংকলিত হয়েছে? [জ. বো. '১৭]

উত্তর : 'দুই বিঘা জমি' কবিতাটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'চিত্রা' কাব্যগ্রন্থ থেকে সংকলিত হয়েছে।

প্রশ্ন ৩। 'দুই বিঘা জমি' কী ধরনের কবিতা? [রা. বো. '১৫; চ. বো. '১৭]

উত্তর : 'দুই বিঘা জমি' একটি কাহিনি কবিতা।

প্রশ্ন ৪। ললাট শব্দের অর্থ কী? [ক্. বো. '১৭]

উত্তর : ললাট শব্দের অর্থ— কপাল।

প্রশ্ন ৫। রাজা কুর হাসি হেসে উপেনকে কী বলেছিলেন? [ব. বো. '১৭]

উত্তর : রাজা কুর হাসি হেসে উপেনকে বলেছিলেন— 'আচ্ছা, সে দেখা যাবে।'

প্রশ্ন ৬। উপেন দুই বিঘা জমির পরিবর্তে বিধাতার নিকট থেকে কী পেয়েছিল? [দি. বো. '১৭]

উত্তর : উপেন দুই বিঘার পরিবর্তে বিধাতার নিকট থেকে বিশ্বনিখিল পেয়েছিল।

প্রশ্ন ৭। উপেন কীসের কথা ডুলতে পারে না? [য. বো. '১৫]

উত্তর : উপেন তার দুই বিঘা জমির কথা ডুলতে পারে না।

প্রশ্ন ৮। উপেন কত বছর পরে দেশে ফেরার ইচ্ছা পোষণ করে? [ব. বো. '১৫]

উত্তর : উপেন পনেরো-ষোল বছর পরে দেশে ফেরার ইচ্ছা পোষণ করে।

প্রশ্ন ৯। দরিদ্র মাতা আঁচল ভরে কী ধরে রাখত? [রা. বো. '১৪]

উত্তর : দরিদ্র মাতা আঁচল ভরে ফল-ফুল শাকপাতা ধরে রাখত।

প্রশ্ন ১০। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কোন কাব্যের জন্য নোবেল পুরস্কার লাভ করেন? [ডিকারুননিসা নূন মূল এন্ড কলেজ, ঢাকা]

উত্তর : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'গীতাঞ্জলি' কাব্যের জন্য নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।

প্রশ্ন ১১। 'ঘটে' শব্দটি কবিতায় কী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে? [মনিপুর উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ, ঢাকা]

উত্তর : 'ঘটে' শব্দটি 'দুই বিঘা জমি' কবিতায় 'ভাগ্যে' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

প্রশ্ন ১২। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কত খ্রিস্টাদে নোবেল পুরস্কার পান? [মৌদ্রিকাব্ধান সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়]

উত্তর : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯১৩ খ্রিস্টাদে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।

প্রশ্ন ১৩। কার বড়জোর মরার মতো ঠাই ছিল?

উত্তর : উপেনের বড়জোর মরার মতো ঠাই ছিল।

প্রশ্ন ১৪। এ জগতে কে বেশি চায়?

উত্তর : এ জগতে সেই বেশি চায় যার ভূরি ভূরি সম্পদ আছে।

প্রশ্ন ১৫। ডগবান উপেনকে কত বিঘার পরিবর্তে বিশ্ব নিখিল লিখে দিল?

উত্তর : ডগবান উপেনকে দুই বিঘা বিঘার পরিবর্তে বিশ্ব নিখিল লিখে দিল।

প্রশ্ন ১৬। ধনীর আদরে কার গরব ধরে না?

উত্তর : ধনীর আদরে দুই বিঘা জমির গরব ধরে না।

প্রশ্ন ১৭। কীসের তলে বসে উপেনের মনের ব্যাখ্যা শান্ত হলো?

উত্তর : পরিচিত আমগাছের তলে বসে উপেনের মনের ব্যাখ্যা শান্ত হলো।

প্রশ্ন ১৮। উপেনকে কে ধরে নিয়ে গেল?

উত্তর : উপেনকে মালী ধরে নিয়ে গেল।

প্রশ্ন ১৯। উপেন বাবুর কাছে কম্বতি আম ডিঙ্কা চাইল?

উত্তর : উপেন বাবুর কাছে দুটি আম ডিঙ্কা চাইল।

প্রশ্ন ২০। কে উপেনকে পাকা চোর বলল?

উত্তর : বাবু উপেনকে পাকা চোর বলল।

প্রশ্ন ২১। বাবু পারিষদের সাথে কী করছিলেন?

উত্তর : বাবু পারিষদের সাথে মাছ ধরছিলেন।

#### প্রস্তুতি উপযোগী অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন ১। উপেন কেন তার জমি বিক্রি করতে চায়নি? [জ. বো. '১৭]

উত্তর : দরিদ্র উপেনের শেষ সম্বল ছিল মাত্র দুই বিঘা জমি; তা বিক্রি করলে তার আর থাকার জায়গা থাকবে না বলে উপেন তার জমি বিক্রি করতে চায়নি।

দরিদ্র কৃষক উপেন অভাব-অন্টনে প্রায় সব জমি হারিয়েছে। বাকি আছে মাত্র দুই বিঘা পরিমাণ জমি। জমিদার বাবু বাগান করার সুবিধার্থে সেই জমি কিনে নেওয়ার প্রস্তাব করে। কিন্তু সাত পুরুষের স্মৃতিবিজড়িত সেই দুই বিঘা জমির কথা তার বারবার মনে পড়ে। এই গভীর ভালোবাসা আর মমত্ববোধের কারণেই সে তার ফেলে আসা দুই বিঘা জমির কথা ভুলতে পারেনি।

প্রশ্ন ২। উপেন তার 'দুই বিঘা জমি'র কথা ভুলতে পারেনি কেন? [য. বো. '১৭]

উত্তর : গভীর মমত্ববোধের কারণেই উপেন 'দুই বিঘা জমি'র কথা ভুলতে পারেনি।

পথে বের হয়ে উপেনের মনে হলো ভগবান তাকে দুই বিঘা জমির পরিবর্তে সারা পৃথিবীটাই লিখে দিলেন। সন্ধ্যাসী বেশে সাধুর শিষ্য হয়ে সে নানা দেশে ঘুরে বেড়াতে লাগল। নানা রকম দৃশ্য, তীর্থস্থান কোনো কিছুই তার দুই বিঘা জমির কথা ভোলাতে পারে না। সাত পুরুষের স্মৃতিবিজড়িত সেই দুই বিঘা জমির কথা তার বারবার মনে পড়ে। এই গভীর ভালোবাসা আর মমত্ববোধের কারণেই সে তার ফেলে আসা দুই বিঘা জমির কথা ভুলতে পারেনি।

প্রশ্ন ৩। উপেনকে পৈতৃক ভিটে ছাড়তে হয় কেন? [ডিকারুননিসা নূন মূল এন্ড কলেজ, ঢাকা]

উত্তর : জমিদারের ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে মিথ্যা দেনার দায়ে উপেনকে পৈতৃক ভিটে ছাড়তে হয়।

দরিদ্র উপেনের শেষ সম্বল ছিল মাত্র দুই বিঘা জমি, যা তার পৈতৃক ভিটে। জমিদার বাবু বাগান করার সুবিধার্থে সেই জমি কিনে নেওয়ার প্রস্তাব করে। কিন্তু উপেন তা বিক্রয় করতে রাজি হয় না। হাত জোড় করে উপেন সাত পুরুষের সেই ভিটেখানি রক্ষা করতে চায়। তখন জমিদার বাবু তার নামে মিথ্যা মামলা দিয়ে সেই জমি দখল করে নেয়। ফলে উপেনকে তার পৈতৃক ভিটে ছাড়তে হয়।

প্রশ্ন ৪। 'তৃষ্ণি ভূষামী, ভূষির অন্ত নাই।'— উপেনের রাজাকে এ কথা বলার কারণ ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : কথাটি উপেন জমিদার বাবুকে বলেছিল। কারণ তিনি অনেক জমি থাকা সঙ্গেও উপেনের শেষ সম্বল দুই বিঘা জমি কিনতে চেয়েছিলেন।

'দুই বিঘা জমি' কবিতায় জমিদার বাবু অনেক জমির মালিক, তবুও তার আরও দুই বিঘা জমির প্রয়োজন। কারণ উপেনের বাড়ির পাশে তিনি যে ফুলের বাগান করেছেন, সেই বাগানের সঙ্গে আরও দুই বিঘা জমি যুক্ত হলে বাগানটি দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে সমান হয়। তাই তিনি উপেনের মাথা গৌজার একমাত্র অবলম্বন দুই বিঘা জমি কিনতে চাইলেন। এজন্যই উপেন রাজাকে আলোচ্য কথাটি বলেছিল।



## ► অনুশীলনীর কর্ম-অনুশীলন ও সমাধান



## পাঠ্যবইয়ের পৃষ্ঠা নম্বর সংবলিত □ ● □ ● □ ● □ ●

**কর্ম-অনুশীলন** **ক** কবিতাটি তোমার নিজস্ব ভাষায় গল্পে, নাটকায় বা বর্ণনাধর্মী গদ্যে রূপায়িত কর।

► পাঠ্যবইয়ের পৃষ্ঠা-93

### সমাধান :

কাজের ধরন : একক কাজ।

কাজের উদ্দেশ্য : 'দুই বিঘা জমি' কবিতার মূল কাহিনি সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা স্পষ্ট ধারণা লাভ করবে।

### কাজের বর্ণনা :

এক ছিল দরিদ্র কৃষক। তার নাম উপেন। অভাব-অন্টনে পড়ে সে তার সমস্ত জমি ঝাগের দায়ে বিক্রি করে দিয়ে প্রায় নিঃশ্ব। এখন শাত্রু দুই বিঘা জমি আছে। উপেনের গ্রামের জমিদার বড় করে বাগান করবে বলে ঐ জমিটুকু কিনে নিতে চায়। কিন্তু সাত-পুরুষের স্মৃতিবিজড়িত ঐ জমি উপেন বিক্রি করতে চায় না। ঐ জমি নিতে না চাইলে উপেন জমিদারের ক্ষেত্রে শিকার হয়। মিথ্যে মামলা দিয়ে জমিদার সেই জমি দখল করে নেয়। ভিটেছাড়া হয়ে উপেন পথে নামতে বাধ্য হয়। সন্ধ্যাসী বেশে সে গ্রাম-গ্রামান্তরে ঘুরে বেড়ায়। তবুও কিছুতেই পৈতৃক ভিটের স্মৃতি সে ভুলতে পারে না। পনেরো-ষোল বছর পর একদিন চিরপরিচিত সেই গ্রামে সে আবার ফিরে আসে। গ্রামের অন্য সবকিছু ঠিকঠাক থাকলেও তার ভিটে নিষিদ্ধ। হঠাৎ দেখে সে, তার ছেলেবেলার স্মৃতিবিজড়িত একটি আমগাছ এখনও আছে। সেই আমগাছের ছায়াতলে বসে ক্লান্ত-শ্রান্ত উপেন পরম শান্তি অনুভব করে। তার মনে পড়ে, বড়ের দিনে সে এখানে আম কুড়াত। এমন সময় বাতাসের ঝাপটায় দুটি পাকা আম ঐ গাছ থেকে তার কোলের কাছে ঝরে পড়ে। আম দুটিকে সে জননীর মেহের দান মনে করে গ্রহণ করে। কিন্তু তখনই ছুটে আসে মালি। উপেনকে সে গালাগালি করতে থাকে এবং তাকে ধরে জমিদারের কাছে নিয়ে যায়। উপেন জমিদারের কাছে আমটি ভিক্ষা হিসেবে ধরে চাইলে জমিদার তাকে সাধুবেশী চোর বলে অপবাদ দেয়। তখন দরিদ্র উপেনের আর কিছুই করার থাকে না।

**কর্ম-অনুশীলন** **ব** তোমার জানা কোনো কৃষকের অত্যাচারিত জীবনের একটি কাহিনি লিপিবদ্ধ কর (একক কাজ)।

► পাঠ্যবইয়ের পৃষ্ঠা-93

### সমাধান :

কাজের ধরন : একক কাজ।

**কাজের উদ্দেশ্য :** অবহেলিত ও অত্যাচারিত কৃষকদের প্রতি শিক্ষার্থীরা সহানুভূতিশীল হতে শিখবে।

### কাজের বর্ণনা :

"আমার জানা একজন কৃষকের অত্যাচারিত জীবনের কাহিনী।" গ্রামের নাম মধুপুর। এ গ্রামে বাস করে কৃষক ছমির মিয়া। সে অত্যন্ত দরিদ্র। তার নিজের কোনো জমি নেই। এমনকি হালচাষ করার মতো উপযুক্ত গরু-মহিষও নেই। সে খালেক ভুইয়ার জমি বর্গচাষ করে যত্সামান্য ফসল পায় যা দিয়ে তার সংসার কোনোমতে চলে যায়। এক বছর প্রচন্ড খরায় ছমির মিয়ার জমিতে তালো ফসল হয়নি, যে ফসল পেয়েছে তা দিয়ে তার সংসার চলার কোনো সম্ভাবনা নেই। খালেক ভুইয়া তার ঐ ফসলের প্রায় সিংহভাগ নিয়ে নেয়। ছমির মিয়া সে বছরের ফসল না নেওয়ার জন্য অনুরোধ করে। পরের বছর পাওনা ফসল দিয়ে দেওয়ার প্রতিজ্ঞা করে। কিন্তু খালেক ভুইয়া তার কথায় কোনো গুরুত্ব না দিয়ে, গোমন্তাদের পাঠিয়ে প্রায় সমস্ত ফসল নিয়ে আসে। এরপর ছমির মিয়া প্রচন্ড দারিদ্র্যের মুখে পতিত হয়। কী আর করবে— বউ, ছেলে-মেয়ে নিয়ে সে শহরে চলে আসে। ঢাকার ফুটপাতে তাদের জায়গা হয়েছে। সারাদিন বউ-বাচ্চা নিয়ে ইট ভেঙে যে টাকা আয় করে তা দিয়েই দু বেলা খেয়ে ফুটপাতে ঘুমিয়ে থাকে। কিন্তু মাঝে মাঝে ছমির মিয়ার গ্রামের স্মৃতি মনে পড়ে, সেই স্মৃতি মনে করে সে শুধুই কাঁদে।

**কর্ম-অনুশীলন** **গ** কবিতাটির নাট্যরূপ দাও এবং শ্রেণির সকল শিক্ষার্থীর সহযোগিতায় অভিনয়ের মাধ্যমে উপস্থাপন কর।

► পাঠ্যবইয়ের পৃষ্ঠা-93

### সমাধান :

কাজের ধরন : দলগত কাজ।

কাজের উদ্দেশ্য : শিক্ষার্থীদের অভিনয়ের প্রতি আগ্রহী করে তোলা।

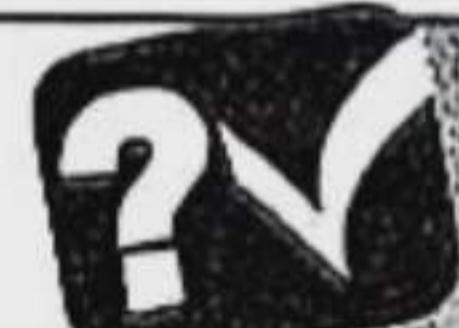
### কাজের নির্দেশনা :

'দুই বিঘা জমি' কবিতাটি মনোযোগ দিয়ে পড়ে এর চরিত্র ও কাহিনি খেয়াল করবে। তারপর তা নাটক আকারে লিখবে। তারপর কে, কোন চরিত্রে অভিনয় করবে তা বাংলা শিক্ষকের পরামর্শে নির্ধারণ করবে।

কাজের বর্ণনা : নিজেরা চেন্টা কর।



## সুপার সাজেশন



মাস্টার ট্রেইনার প্যানেল কর্তৃক নির্বাচিত

100% প্রস্তুতি উপরোক্ত প্রশ্ন-সংবলিত সুপার সাজেশন

প্রিয় শিক্ষার্থী, অর্ধ-বার্ষিক ও বার্ষিক পরীক্ষার জন্য মাস্টার ট্রেইনার প্যানেল কর্তৃক নির্বাচিত এ কবিতাটিতে সংযোজিত গুরুত্বপূর্ণ বহুনির্বাচনি, সূজনশীল, জ্ঞান ও অনুধাবনমূলক প্রশ্নসমূহ নিচে উপস্থাপন করা হলো। 100% প্রস্তুতি নিশ্চিত করতে উল্লিখিত প্রশ্নসমূহের উভয় ভালোভাবে শিখে নাও।

শিরোনাম	7★ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন	5★ তুলনামূলক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন
● বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর	এ অধ্যায়ের প্রতিটি বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর ভালোভাবে শিখে নাও।	
● সূজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর	১, ২, ৩	৫, ৮, ১০
● জ্ঞানমূলক প্রশ্ন ও উত্তর	১, ২, ৪, ৬, ১০	১২, ১৫, ১৭, ২০
● অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও উত্তর	১, ৩	৪

এক্সক্লুসিভ টিপস ► সূজনশীল প্রতিভা বিকাশ ও মেধা যাচাইয়ের লক্ষ্যে অনুশীলনী ও অন্যান্য প্রশ্নোত্তরের পাশাপাশি এ অধ্যায়ের সকল অনুশীলনমূলক কাজের সমাধান ভালোভাবে আয়ত্ত করে নাও।



# যাচাই ও মূল্যায়ন



অধ্যায়ের প্রস্তুতি ও দক্ষতা যাচাইয়ের লক্ষ্য  
ক্লাস টেস্ট আকারে উপস্থাপিত প্রশ্নব্যাংক

## ক্লাস টেস্ট

### বাংলা প্রথম পত্র

#### অষ্টম শ্রেণি

##### বহুনির্বাচনি অভিক্ষা (প্রতিটি প্রশ্নের মান 1)

$1 \times 15 = 15$

[ সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভিক্ষার উভরণতে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসংবলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/সর্বোকৃট উভরণের বৃত্তি বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট কর। সকল প্রশ্নের উভরণ দিতে হবে। প্রশ্নপত্রে কোনো প্রকার দাগ/চিহ্ন দেওয়া যাবে না। ]

১. 'দুই বিঘা জমি' কবিতায় ডুমিহীন প্রজা কে?   
 (ক) দাসী (খ) মালি  
(গ) দেবী (ঘ) উপেন
২. 'আৰি কৱি লাল' - এখানে 'লাল আৰি' কীসের প্রতীক?   
 (ক) ঘৃণা (খ) বিৱৰণ  
(গ) রাগ (ঘ) ফোড়
৩. 'দুই বিঘা জমি' কবিতায় উল্লিখিত নদীটির নাম কি?   
 (ক) গঙ্গা (খ) পদ্মা (গ) মেঘনা (ঘ) যমুনা
৪. উপেনের সব জমি কীসে শেষ হয়ে গেছে?   
 (ক) মামলায় (খ) বন্যায় (গ) খরায় (ঘ) ঝণে
৫. উপেনের জমি কে কিনে নিতে চাই?   
 (ক) পারিষদ (খ) মালি  
(গ) জমিদার (ঘ) মন্ত্রী
৬. 'হিলে দেবী, হলে দাসী' - এ উক্তিতে কী প্রকাশিত হয়েছে?   
 (ক) ফোড় (খ) হতাশা  
(গ) রাগ (ঘ) দৃঢ়ুখ

৭. কত কাঠায় এক বিঘা?   
 (ক) দশ (খ) কুড়ি (গ) ত্রিশ (ঘ) চালিশ
৮. উপেনের কোনের কাছে কয়টি পাকা ফল পড়ল?   
 (ক) পাঁচটি (খ) চারটি (গ) তিনটি (ঘ) দুটি
৯. 'পালি' শব্দের অর্থ হলো—   
 (ক) জল (খ) নীর (গ) সলিল (ঘ) হাত
১০. 'ডুধুর' শব্দের অর্থ কী?   
 (ক) সাগর (খ) নদী  
(গ) বন (ঘ) পর্বত
১১. 'দুই বিঘা জমি' কবিতায় সমান্তি ষষ্ঠে কীসের মাধ্যমে?   
 i. রাগ ii. মনোবেদনা  
iii. আক্ষেপ  
নিচের কোনটি সঠিক?   
 (ক) i (খ) ii (গ) i; ii ও iii (ঘ) i; ii ও iii
১২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কোন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন?   
 (ক) ঠাকুর (খ) নাথ (গ) রবীন্দ্র (ঘ) সিংহ

১৩. গ্রামে কেরার সময় উপেন রথতলা রেখেছিল—   
 (ক) বামে (খ) ডানে  
(গ) দ্বিতীয়ে (ঘ) নৈবাতে
১৪. উদ্দীপকে 'দুই বিঘা জমি' কবিতায় প্রকাশিত উপেনের কোন দিকটি ফুটে উঠেছে?   
 (ক) মাতৃভূমিগ্রামি (খ) স্মৃতিকাতরতা  
(গ) বজ্ঞাত্যবোধ (ঘ) অনুশোচনা
১৫. উন্ত নিক প্রকাশে কবিতার যে চরণ প্রযোজ্য তা হলো—   
 i. সপ্ত পুরুষ যেখায় মানুষ সে মাটি সোনার বাড়া  
ii. তবু নিশিদিনে ভুলিতে পারি নে সেই দুই  
বিঘা জমি  
iii. নমঃ নমঃ নমঃ সুন্দরী মম জননী বজ্ঞান্মি  
নিচের কোনটি সঠিক?   
 (ক) i; ii (খ) i; iii (গ) ii; iii (ঘ) i; ii; iii

##### সূজনশীল প্রশ্ন (প্রতিটি প্রশ্নের মান 10)

#### যেকোনো ২টি প্রশ্নের উভরণ দাও :

$10 \times 2 = 20$

১. হোসেন একজন বর্গাচারি। অন্যের জমি চাষাবাদের মাধ্যমে তার সংসার চলে। একমাত্র মেয়ে রহিমাকে লেখাপড়া শেখানোর জন্য ডুলে পাঠায়। কিন্তু বিভবান রহমত আলী বিষয়টা ভালোভাবে নেয় না। ষড়যন্ত্র করে রহমত তাকে ডিটে-মাটিছাড়া করে। হোসেন নিরূপায় হয়ে দূর গ্রামে চলে যায়। রহমত আলীর বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া ছেলে অমিত পিতার কর্মকাণ্ডে ব্রিত্ত ও লজ্জিত হয় এবং পিতাকে এ ধরনের অমানবিক আচরণ থেকে বিরত করে হোসেনকে তার ডিটায় ফেরার ব্যবস্থা করে।  
ক. 'দুই বিঘা জমি' কবিতায় উপেন কত দিন পর ডিটে-মাটি ছেড়ে পথে বের হলো? ১  
খ. 'ভূমি মহারাজ সাধু হলে আজ' - এ কথা বলার কানুন কী? ২  
গ. উদ্দীপকের রহমত আলীর সাথে 'দুই বিঘা জমি' কবিতার সাদৃশ্যপূর্ণ চরিত্রটি ব্যাখ্যা কর। ৩  
ঘ. 'দুই বিঘা জমি' কবিতার উপেন যদি উদ্দীপকের হোসেনের অবস্থায় পড়তেন তাহলে উপেনকে ডিটে-মাটি হারাতে হতো না।— মন্তব্যটি বিশ্লেষণ কর। ৪
- ২। ওসমান ওয়াজেদ চৌধুরীর বর্গাচারি। সে জমির কসদের তিন ভাগের দু-ভাগ পায়। একবার জমির বন্দোবস্তের কথা বলে জমির মালিক ওয়াজেদ চৌধুরীর লোক দুই ভাগ দাবি করলে ওসমান এর কারণ জানতে চায়। মালিকপক্ষ মিথ্যা কথের প্রসঙ্গে এনে ওসমানের টিপসহি দেখায়। এতে ওসমান ক্ষিণ হয়ে তীব্র প্রতিবাদ জনায়। বলে— 'রক্ত চুইয়া যাইছে। অজম করতে দিমু না, যা ধাকে কপালে।' ওসমানের সাথে বাকি নির্ধারিত চাহিদাও যোগ দেয়।  
ক. 'দুই বিঘা জমি' কবিতাটি পাঠের উদ্দেশ্য কী? ১  
খ. 'চেয়ে দেখো মোর আছে বড়ো-জোর মরিবার মতো ঠাই।'- উক্তিটির কারণ বর্ণনা কর। ২

- গ. উদ্দীপকের ওয়াজেদ চৌধুরীর কসদের দুই ভাগ দাবি 'দুই বিঘা জমি' কবিতার কোন বিষয়টির সাথে সম্পৃক্ষ? ব্যাখ্যা দাও। ৩  
ঘ. উদ্দীপকের ওসমানের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যকে ধারণ করলে উপেনকে ডিটেছাড়া হতে হতো না।— উভরণের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪
- ৩। দিনমজুর সিরাজ মিয়া একমাত্র পুত্র হাসিবের দুরারোগ্য ব্যাধির চিকিৎসা করতে গিয়ে প্রায় সর্বহারা। ছেলে বাচানোর সর্বোচ্চ চেষ্টা করার জন্য শেষ সংস্করণ বসতভিটা বন্ধক রাখার সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রতিবেশী আজিম মাস্টারের কাছে গেলে তিনি বলেন, "তোমার বসতভিটা হারানোর দরকার নেই, বরং টাকা আমি দিছি। তুমি ধীরে ধীরে শোধ করে দিও। তোমার ছেলেতো আমার ছেলের মতোই।" একথা শুনে কৃতজ্ঞতায় সিরাজের চোখে জল নামে।  
ক. 'খত' কী? ১  
খ. উপেন সন্ধ্যাসী বেশে ঘুরে বেড়াতে লাগল কেন? ২  
গ. উদ্দীপকের সিরাজ মিয়ার সাথে 'দুই বিঘা জমি' কবিতার উপেনের বৈসাদৃশ্য বর্ণনা কর। ৩  
ঘ. "উদ্দীপকের আজিম মাস্টারের মানসিকতা ও 'দুই বিঘা জমি' কবিতার জমিদারের মানসিকতা যদি এক হতো তাহলে উপেনের এমন করুণ পরিণতি হতো না।"— মন্তব্যটি বিচার কর। ৪
- ৪। দেবিনু সে দিন রেলে/কুলি বলে এক বাবু সাব তারে ঠেলে দিলে নিচে ফেলে— চোখ ফেটে এলো জল/এমনি করে কি জগৎ জুড়িয়া মার খাবে দুর্বল?  
ক. 'দুই বিঘা জমি' কবিতায় উল্লিখিত নদীর নাম কী? ১  
খ. 'নিশীথশীতল মেহ' বলতে কী বোঝানো হয়েছে? বুঝিয়ে লেখ। ২  
গ. উদ্দীপকের বাবুর সাথে 'দুই বিঘা জমি' কবিতার কোন চরিত্রে সাদৃশ্য রয়েছে? আলোচনা কর। ৩  
ঘ. "উদ্দীপকে 'দুই বিঘা জমি' কবিতার সাথে মিল রেখে শোষণের চিত্র প্রতিফলিত হলেও কবিতার বিষয়বস্তু আরও বিস্তৃত।"— মন্তব্যটি বিচার কর। ৪

#### উভরণমালা ► বহুনির্বাচনি অভিক্ষা

১ (ঘ) ২ (ল) ৩ (ক) ৪ (ঘ) ৫ (গ) ৬ (ক) ৭ (ঘ) ৮ (ঘ) ৯ (ঘ) ১০ (ঘ) ১১ (ঘ) ১২ (ক) ১৩ (ক) ১৪ (ক) ১৫ (ঘ)

#### উভরণসূত্র ► সূজনশীল প্রশ্ন

১ ► 243 পৃষ্ঠার ৩ নং প্রশ্ন ও উভরণ | ২ ► 242 পৃষ্ঠার ১ নং প্রশ্ন ও উভরণ | ৩ ► 246 পৃষ্ঠার ৮ নং প্রশ্ন ও উভরণ | ৪ ► 245 পৃষ্ঠার ৬ নং প্রশ্ন ও উভরণ

